NARSINGHA

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি | সোম স্বাস্থ্য বীমা | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি | বৃহস্পতি খেলার জগৎ | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ | শনি অর্কের আকাশ

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ঝাড়খণ্ডে খতম মাওবাদী নেতা

ব্রিটেনেও জ্বলল বিদ্রোহের আগুন ৭

কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৯ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.09.2025, Vol.19, Issue No. 97, 8 Pages, Price 3.00

## অসমের ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গ কাঁপল, মৃদু কলকাতাও

**গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর:** অসমের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রবিবার বিকেল ৪টে ৪১ মিনিটে ভূমিকম্পটি হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৮। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের গুয়াহাটি এবং তেজপুরের মাঝে ওদালগুরি নামে একটি জায়গা। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার গভীরে কম্পনটি হয়েছে।

অসমের ওই ভূমিকম্পের জেরে কোচবিহার-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে। মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে

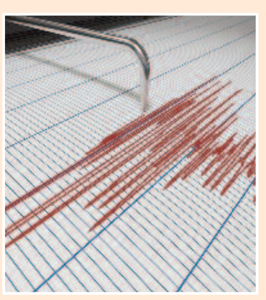

**রবিবার বিকেল ৪টে ৪১ মিনিটে ভূমিকম্পটি হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৮। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের গুয়াহাটি এবং তেজপুরের মাঝে ওদালগুরি নামে একটি জায়গা।**

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও। রবিবারের ওই ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে। কম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটানের বেশ কিছু অঞ্চলেও।

ভূমিকম্পের জেরে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর প্রাথমিক ভাবে মেলেনি। তবে কম্পন টের পেতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভয়ে অনেকে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। গত সপ্তাহেই অসমের শোণিতপুরে ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই সময়ে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৫। গত ২ সেপ্টেম্বরের ওই ভূমিকম্পের পরে রবিবার ফের কেঁপে উঠল অসম।

রবিবার বিমানবন্দরে নেমেই হাত নাড়িয়ে জনসংযোগ নরেন্দ্র মোদীর।

## স্বচ্ছতা আর ভরসার বার্তায় সম্পন্ন দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দ্বিতীয় দফাও রবিবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। ২ লক্ষ ৪৬ হাজারের বেশি আবেদনকারী পরীক্ষা দিয়েছেন, যা মোট আবেদনকারীর প্রায় ৯৩ শতাংশ। পরীক্ষা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতাকে। তাঁর কথায়, 'পরীক্ষা একেবারেই নির্বিঘ্নে হয়েছে। কমিশন মডেল উত্তরপত্র আগামী ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। পরীক্ষার্থীরা পাঁচ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারবেন। তারপরই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।'

ব্রাত্য বসু আরও জানান, উত্তরপত্রের স্ক্যান করা কপি ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, নভেম্বর থেকে ইন্টারভিউ শুরু হবে এবং ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে।

ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীর উপস্থিতিও এবার ছিল চোখে পড়ার মতো। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো রাজ্য থেকে ১৩ হাজার ৫১৭ জন প্রার্থী অংশ নেন। ৭ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় সেই সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ৩৬২। শিক্ষামন্ত্রী এই তথ্য দিতে গিয়ে পরোক্ষে কটাক্ষ করেন ওই রাজ্যগুলির তথাকথিত 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-কে।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, একাদশ-দ্বাদশ স্তরে হিন্দি ভাষার শিক্ষক পদে শূন্যপদ রয়েছে ৩৭০টি। তার জন্যই মূলত ভিনরাজ্যের প্রার্থীরা বড় সংখ্যায় এসেছেন। ২০১৬ সালের বাতিল প্যানেলের পর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই পরীক্ষা রাজ্যে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি'র তকমা মুছে স্বচ্ছতার পথে এগোনোর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

## যাদবপুর: খুনের অভিযোগ বাবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যু ঘিরে ফের চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে আয়োজিত ড্রামা ক্লাবের অনুষ্ঠান থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান নিমতার বাসিন্দা অনামিকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ৪ নম্বর গেট লাগোয়া ঝিলে ভেসে ওঠে তাঁর দেহ। সঙ্গীরা তড়িঘড়ি স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

শুক্রবার প্রকাশিত ময়নাতদন্তে স্পষ্ট হয়েছে, অনামিকার মৃত্যু ডুবে যাওয়ার কারণেই। তবে এর মধ্যেই নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন অনামিকার বাবা অর্ণব মণ্ডল। রবিবার একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি সরাসরি খুনের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওকে নিশ্চয়ই কেউ ডেকেছিল। আমার মেয়ে সাঁতার জানত না। অন্ধকারে একা কখনও যেত না। তাই মনে হচ্ছে, কেউ ওকে প্রস্তাব দিয়েছিল, রাজি না হওয়ায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।'

অর্ণববাবুর অভিযোগ ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পড়ুয়ারা প্রশ্ন তুলছেন, কেন ক্যাম্পাসে যথেষ্ট নজরদারি নেই, কেন অনুষ্ঠান চলাকালীন ঝিলপাড়ে আলো কিংবা নিরাপত্তারক্ষী থাকে না। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার বিতর্ক ঘনাল। অভিভাবকদের একাংশের মত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার ছাত্রমৃত্যু প্রশ্ন তুলছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও।

## আজ ফোর্ট উইলিয়ামে প্রধানমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে এবং সেনার আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রবিবার সন্ধ্যাবেলাতেই কলকাতায় পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।** দমদম বিমানবন্দরে পা রেখেই নিজের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি। গাড়ি সামান্য এগোতেই স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের ভিড়ে গাড়ি থেমে যায়। নেমে পড়েন মোদী। এরপর তাঁদের উদ্দেশে হাত নেড়ে জনসংযোগ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর কনভয় রাজভবনের দিকে রওনা দেয়। সেখানেই রবিবার রাত্রিবাস করেন প্রধানমন্ত্রী।

**প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স উদ্বোধন করতে রবিবারই কলকাতায় পা রাখেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে মোদীর সঙ্গে থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, তিন বাহিনীর প্রধান এবং ভারতীয় সেনার চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান।**

**উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান পূর্ব ভারতের দিকে হামলার হুমকি দিয়েছেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অশান্তি, মায়ানমারে গৃহযুদ্ধ এবং চিনের অরুণাচল এলাকায় নজরদারি, এই সবকিছুকে সামনে রেখে পূর্ব ভারতের নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী।**

**চিফ অফ ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ এয়ার মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিতও তিন দিনের সফরে পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরে অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি রাফাল প্রশিক্ষণ বিমানে আকাশে উড়ে হাশিমারার বিমান ঘাঁটিতে কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন এবং রাফাল বহরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, সিমুলেটর কমপ্লেক্স পর্যালোচনা করেছেন।**

**মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ হুমকির কথা উল্লেখ করেছেন। এর আগে পাক আইএসপিআরের ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরীও পূর্ব ভারতে হামলার সম্ভাবনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর আগমন এবং তিন বাহিনীর প্রধানদের উপস্থিতি, এই প্রেক্ষাপটে পূর্ব ভারতের সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করছে।**

## 'আমি শিবভক্ত, সব বিষ গিলতে পারি'

# কংগ্রেসকে তোপ 'নীলকণ্ঠ' মোদীর

**গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন মোদীকে অপমানের অভিযোগে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রবিবার অসম সফরে গিয়ে সেই ইস্যুতে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজেকে শিবভক্ত বলে দাবি করে জানালেন, 'আমাকে যত গালি দিক না কেন, সমস্ত বিষ হজম করতে পারি।'

সম্প্রতি বিহারের দ্বারভাঙায় ইন্ডিয়া জোটের ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মোদীর মাকে অপমানের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে যেখানে শোনা যায়, বিরোধী দলের মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকজন কর্মী মোদী ও তাঁর মাকে গালিগালাজ করছেন। ঘটনার জেরে এফআইআর দায়েরের পাশাপাশি এক যুবককে গ্রেপ্তারও করা হয়। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অসমের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ওরা আমাকে যতই গালিগালাজ করুক না কেন, আমি ভগবান শিবের ভক্ত। আমি সমস্ত বিষ গিলে নিতে পারি।' একইসঙ্গে বলেন, 'জনতা জনার্দনই আমার কাছে ভগবান। আমার ভগবানের সামনে এলে আমার হৃদয়ের আবেগ স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে। এই ১৪০ কোটি দেশবাসী আমার মালিক, আমার পূজনীয়, আপনারাই রিমোর্ট কন্ট্রোল।'

মণিপুর সফর সেরে রবিবার অসমের মাটিতে পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন অসমের দারং জেলায় জনসভায় উপস্থিত হয়ে মোদী বলেন, 'বিজেপি অনুপ্রবেশকারীদের জমি দখল ও জনবিন্যাস নষ্ট করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে সচেষ্ট। কিন্তু এই কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছে। এরা ভারতের বীর সেনাকে সমর্থন করার পরিবর্তে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করছে।' শুধু তাই নয় অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রশংসা করে বলেন, 'অবৈধভাবে দখল করা জমি থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো ও সেই ভূখণ্ডে কৃষকদের চাষবাসের সুযোগ করে দেওয়া এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।'

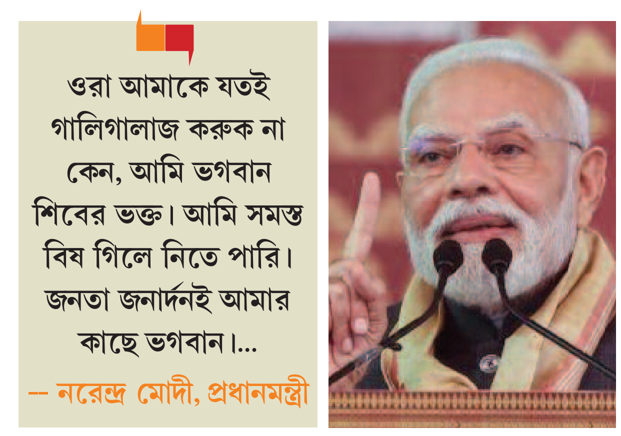


অসম সফরে কংগ্রেসকে 'দেশদ্রোহী' বলে তোপও দাগেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কড়া সুরে জানিয়ে দেন, এই কংগ্রেস দেশের সেনাকে সমর্থন করার পরিবর্তে পাকিস্তানী জঙ্গিদের সমর্থন করে। এদের জন্যই আশকারা পাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। এরাই ঢাল হয়ে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছে।

এর পাশাপাশি কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কয়েক দশক অসম শাসন করেছে কংগ্রেস। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদীতে মাত্র ৩টি ব্রিজ তৈরি করেছে। অথচ বিজেপি সরকার আসার পর গত ১০ বছরে এমন ৬টি ব্রিজ তৈরি করেছি আমরা।' অসমের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রশংসা করে মোদী আরও বলেন, 'বর্তমানে ভারত বিশ্বের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। এই আর্থিক উন্নতির জোয়ারে অসমের যোগদান ১৩ শতাংশ। এটা সম্ভব হয়েছে ডবল ইঞ্জিন সরকারের দৌলতে। বিকশিত ভারতের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।'

শুধু তাই নয়, ওই সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'কংগ্রেস অসমের ভূমিপুত্র ভূপেন হাজারিকাকে অপমান করেছে। কিন্তু বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার ভূপেন হাজারিকার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

উল্লেখ্য, আগামী বছর অসমে বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আগে এই রাজ্য বিজেপির অন্যতম পাখির চোখ এই রাজ্য। তবে ২৬-এর নির্বাচনে অসমে বিজেপির বিজেপির প্রধান মাথাব্যাথা কংগ্রেস। অসমের অন্যতম শক্তিশালী দল এআইইউডিএফ এবার দুর্বল। রাজ্যের প্রায় ৪০ শতাংশ মুসলিম ভোটের একটি বড় অংশ ছিল এই দলে পক্ষে। এদিকে হিমন্তে ¬স্বর উগ্র হিন্দুত্ব এই ভোটকে এবার কংগ্রেসমুখী করবে বলে অনুমান। এই অবস্থায় হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করতে মরিয়া বিজেপি। সেই অঙ্কেই অসমে কংগ্রেসকে আক্রমণের কোনও খামতি রাখলেন না প্রধানমন্ত্রী মোদী।

## দেশবাসীর সেবা করতে এসেছি, ক্ষমতার স্বাদ নিতে নয়: সুশীলা

**কাঠমাণ্ডু, ১৪ সেপ্টেম্বর:** মানুষকে সেবা করার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা, ক্ষমতায় টিকে থাকতে নয়। রবিবার নিজের দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পরে এমনটাই জানালেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি। জাতির উদ্দেশে প্রথমবার ভাষণ দিয়ে তিনি এ-ও জানান, যুবসমাজের আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের 'শহিদের' মর্যাদা দেওয়া হবে। ক্ষমতায় কত দিন থাকবেন, সেই সময়সীমাও জানিয়ে দিলেন কারকি। তিনি জানালেন, সময় পেরিয়ে গেলে মানুষের সমর্থন ছাড়া তিনি গদি আঁকড়ে থাকবেন না।

দিন দুয়েক আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি। তাঁর পরামর্শেই নেপালের সংসদ ভেঙে দিয়েছেন সে দেশের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ নেপালের রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের দাবি, ভেঙে দেওয়া সংসদ পুনর্বহাল করা হোক! তবে ইতিমধ্যেই নেপালে সাধারণ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সুশীলা। তিনি জানান, আগামী ৫ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নেপালে। আপাতত ছ'মাসের জন্য দেশের সরকার চালাবেন সুশীলা।

উল্লেখ্য, যুবসমাজের বিক্ষোভের জেরে পতন হয় নেপাল সরকারের। গত শুক্রবার অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী করা হয় সুশীলাকে। তিনি নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন সুশীলা। কাঠমাণ্ডুর সিংহ দরবার হল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। কিন্তু গণবিক্ষোভের সময় ওই ভবনের সিংহভাগ অংশ প্রতিবাদীদের লাগানো আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দপ্তরেই আপাতত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর করা হয়েছে। রবিবার সেই দপ্তরে বসেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন কারকি।

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। আমি এবং আমার দল এখানে ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি। আমরা ছ'মাসের বেশি পদে থাকব না। নতুন পার্লামেন্টকে দায়িত্ব দিয়ে দেব। আপনাদের সমর্থন ছাড়া থাকব না।' এর পরে তিনি নেপালের পুনর্গঠনেরও ডাক দেন। সুশীলার কথায়, 'নেপালকে আবার গড়ে তোলার জন্য সমস্ত অংশীদারের এগিয়ে আসা উচিত। আমরা হাল ছাড়ব না। আমাদের দেশকে পুনরুদ্ধার করতে একসঙ্গে কাজ করব।' রবিবার মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করার কথা রয়েছে সুশীলার।

## কুলদীপ-সূর্যর গোলাবারুদে ছারখার পাকিস্তান দল!

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যা হওয়ার ছিল তাই হল। ব্যস, এটুকু বলাই যথেষ্ট এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে। আবারও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অনায়াস জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারল না পাকিস্তানি ব্যাটার-বোলাররা। বিশ্বকাপ হোক, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হোক কিংবা এশিয়া কাপ;সব বড় মঞ্চেই ভারত এখন 'অপারেশন সফল'-এর মুখপাত্র। এবারের মঞ্চ দুবাই। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারত ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিল পাকিস্তানকে, আর সেই সঙ্গে নিশ্চিত করল সুপার ফোরের টিকিট।

দুবাইয়ের এই লড়াইকে ঘিরে আলাদা আবেগ কাজ করছিল ভারতীয়দের মনে। পহেলগাঁও জঙ্গিহানার পর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক রাখা নিয়েই বিতর্ক চলছে। তবে মাঠে নামার পর ভারতীয়রা যেন একটাই বার্তা দিল; পাকিস্তান প্রতিপক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও বাড়তি সৌজন্য নয়, হাত মেলানো নয়;শুধুই জয়ের লক্ষ্য। ব্যাটে-বলে সেই পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে কার্যকর করল সূর্যকুমার-কুলদীপরা।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার টসে হেরে যান, তবে সেটাই শেষবার ছিল পাকিস্তানের হাসি। প্রথম ওভারেই হার্দিক পাণ্ডিয়ার শিকার ওপেনার সাইম আয়ুব। দ্বিতীয় ওভারে জশপ্রীত বুমরাহ আউট করেন মহম্মদ হ্যারিসকে। এরপর খানিকটা চেষ্টা করলেও পাওয়ার প্লের পরই ধসে পড়ে পাক ব্যাটিং অর্ডার। অধিনায়ক সলমন আলি আঘা মাত্র ৩ রানে ফিরে যান। হাসান নওয়াজ ও মহম্মদ নওয়াজও এক অঙ্কের রানে আউট হন। একমাত্র ব্যাট হাতে কিছুটা প্রতিরোধ দেন সাহিবজাদা ফারহান, যিনি ৪০ রান করেন।

ভারতীয় স্পিনাররা দাপট দেখান। কুলদীপ যাদব নেন ৩ উইকেট, অক্ষর প্যাটেলের দখলে ২ উইকেট, আর একটি পান বরুণ চক্রবর্তী। পেস আক্রমণে জশপ্রীত বুমরাহ ফেরান আরও দুই ব্যাটারকে। একসময় মনে হচ্ছিল, শতরানেই গুটিয়ে যাবে পাকিস্তান। কিন্তু শাহিন

**টসের পর পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘার সঙ্গে হাত না মিলিয়েই ডাগ আউটের দিকে রওনা দিলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।**

শাহ আফ্রিদির ১৬ বলে ৩৩ রানের ঝড়ো ইনিংস দলকে ১২৭ রানে পৌঁছে দেয়।

ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেও ভারত পাকিস্তানকে 'বিখ্যাত' ফিল্ডিং দেখানোর সুযোগ দেয়। তিলক বর্মা যখন মহম্মদ নওয়াজের হাতে সহজ ক্যাচ তুলে দেন, তখন তা ছেড়ে দেন পাক স্পিনার। যদিও অল্প সময় পরেই সাইমের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিলক (৩১)। তবে এতে কোনও প্রভাব পড়েনি ম্যাচে। সূর্যকুমার যাদব দায়িত্ব নেন ম্যাচ শেষ করার। মাঝপথে হাঁকান একটি ৯০ মিটারের বিশাল ছক্কা। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে, ২৫ বল বাকি রেখেই ভারত জয় ছিনিয়ে নেয়।

এই ম্যাচে ভারতের জয় শুধু ক্রিকেটীয় প্রাধান্য নয়, প্রতীকী বার্তাও বয়ে নিয়ে এল। গত কয়েক বছরে পহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুর, পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে ভারতীয়দের আপত্তি;এসব আলোচনার মাঝেও একটি বিষয় স্পষ্ট থেকেছে। এশিয়া কাপের মঞ্চে পাকিস্তানের কাছে ভারতের আত্মসমর্পণ হয়নি, বরং উল্টোটাই ঘটেছে বারবার। এবারের জয়ও সেই ধারাবাহিকতাই ফের স্পষ্ট করল।

সারকথা, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যত আবেগই থাকুক, ক্রিকেট মাঠে ভারত এখন পাকিস্তানের একতরফা 'প্রতিপক্ষ নিয়ন্ত্রক'। আর এই জয় ভারতীয় ক্রিকেটের আত্মবিশ্বাসকে আরও একধাপ উপরে তুলে দিল।

## গ্রেপ্তার প্রেমিক

**■ মালদায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী অনিন্দিতা সোরেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নতুন মোড়। শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া ম্যারাথন জেরা শেষে রবিবার সকালে প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেনকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, ইচ্ছাকৃত খুন, বিষ প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা, ষড়যন্ত্র ও জোরপূর্বক গর্ভপাত। সবকটির অভিযোগই রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আদালতে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করা হয়েছে।**

-বিস্তারিত জেলার পাতায়

## ইডির সমন মিমিকে

**■ অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপ '১এক্সবেট'-এর সঙ্গে জড়িত থাকার মামলায় এবার তলব পড়ল দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রীর। সূত্রের খবর, প্রাক্তন সাংসদ এবং টলিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে ১৫ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ এবং বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাকে ১৬ সেপ্টেম্বর আদালতের তরফ থেকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তাঁদের দিল্লিতে ইডি-র সদর দপ্তরে সময় মতো উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। মামলায় '১এক্সবেট' অ্যাপের প্রচার ও ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে যেসব অভিনেতারা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।**

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

**Name Change**

I, Gopal Chowdhury, S/o Chote Lal Chowdhury, R/o- Hatpukur Madrasha Para, (Ward No.-6), P.O. & P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman-713146, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that in my son's Birth Certificate (vide Reg. No. 893, dt. 24.09.2013) his name written as Ayaan Choudhary, S/o Gopal Choudhary (father), Pinki Choudhary (mother) in place of Ayaan Chowdhury, S/o Gopal Chowdhury (father), Pinki Chowdhury (mother). That Ayaan Chowdhury, S/o Gopal Chowdhury (father), Pinki Chowdhury (mother) and Ayaan Choudhary, S/o Gopal Choudhary (father), Pinki Choudhary (mother) is one and same identical person vide affidavit sworn before Executive Magistrate Court, Purba Bardhaman on 21.03.2025.

**AFFIDAVIT**

গত 10/09/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8805 নং এফিডেভিট বলে আমি Somnesh Mukhopadhyay S/o. Ramaprasad Mukhopadhyay, সাং বাবুদের পাড়া, আলা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (264 dated 21/02/2003) আমার সঠিক নাম Somnesh Mukhopadhyay-এর পরিবর্তে Somnesh Prosad Mukhopadhyay, আমার পিতার সঠিক নাম Ramaprasad Mukhopadhyay-এর পরিবর্তে Rama Prosad Mukhopadhyay, আমার মাতার সঠিক নাম Manika Mukhopadhyay-এর পরিবর্তে Monika Mukhopadhyay, লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি **Somnesh Mukhopadhyay & Somnesh Prosad Mukhopadhyay**, আমার পিতা **Ramaprasad Mukhopadhyay & Rama Prosad Mukhopadhyay** এবং আমার মাতা **Manika Mukhopadhyay & Monika Mukhopadhyay** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল (১) নওসাদ আলম এবং (২) আফসানা খাতুন গত ইং ০৩/০৭/ ২০২০ তারিখে দলিল নং- ১৫১৬/ ২০২০ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে বিক্রেতা মহঃ আনোয়ার আলি এবং মহঃ উমর কর্তৃক শ্রী পাপ্পু ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় জানকী নাথ ঘোষকে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং IV-৬৮/ ১৯ তাং ১৯/ ০৩/ ২০১৯ আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া আমাদেরকে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমি মহঃ আলম ও শবনম খাতুন গত ইংরাজীর ১৯/ ০৩/ ২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে ।-২১৮৫/ ২০১৪ দলিল মূলে আমমোক্তার নং IV-২১০/ ২০১৩ তাং ০৯/ ০৯/ ২০১৩ এবং IV-২৪৩/ ২০১৩ তাং ১৩/ ১১/ ২০১৩ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার গ্রহীতা আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং আমমোক্তার দাতা (১) নন্দরানী চট্টোপাধ্যায়, (২) মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, (৩) মালতী মুখোপাধ্যায়, (৪) মীনা মুখোপাধ্যায়, (৫) শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, (৬) হীরালাল চট্টোপাধ্যায়-এর নিকট হইতে খরিদ করেন। তপশীল জমির পরিমান জেলা-হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা- দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. দাগ নং-৪৬০১, এল.আর. খতিয়ান নং-১২৪১, ২১২০, ২২৬৭, ২৩০৩, ২৯১৭, ৩৪২৩, ১৩৩০, ৮৯৬, ২৭৪৬, জমির পরিমান ০১ কাঠা ৪ ছটাক ০২১ শতক।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Md. Afzal Hussain**
**Advocate**
**Serampore Court**
**Enl. No.- F-1643/1636/1999**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল পুতুল খাতুন, স্বামী-আকিল আহমেদ, সাং-বান্দোয়াল, বিহার, গত ইং ১৯/ ০৪/ ২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে ।- ১৮৩০/ ২৪ দলিলমূলে নিম্নলিখিত জমি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমি সঞ্জয় পাল, পিতা-সুধাকর পাল এবং খুকুরানী পাল, স্বামী-সঞ্জয় পাল ভোগদখলে কায়েম থাকাকালীন গত ইংরাজীর ০৯/ ০৮/ ২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে আমমোক্তার নং ।-৪২৭৬/ ২৩ দলিলে বাপন ঘোষ, পিতা-আনন্দ ঘোষ কে আমমোক্তার প্রদান করিয়াছেন। তপশীল- জমির বিবরণ জেলা-হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-১৪৯৯৯, ১৪৯৪১, এল.আর. দাগ নং- ৪৬২৮, জমির পরিমান ০১ কাঠা।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Md. Afzal Hussain**
**Advocate**
**Serampore Court**
**Enl. No.- F-1643/1636/1999**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল (১) আনোয়ার আলি এবং (২) রসিদা খাতুন গত ইং ২৯/ ০৮/ ২০১৬ তারিখে এ.ডি. এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে ।-৩৬৫১/ ১৬ দলিলমূলে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমির বিক্রেতাগণ (১) অলোকারানী ঘোষ, (২) সুদীপ্ত কুমার ঘোষ, (৩) সুকান্ত ঘোষ, গত ইংরাজীর ১২/ ০৫/ ২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং IV- ১১৬/ ২০১৬ দ্বারা শ্রী কাশীনাথ ধোলে, পিতা-পঞ্চানন ধোলে-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তপশীল খরিদাকৃত জমির পরিমান জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৭৫২৫, ৭৫২৬, ৭৫২৭, এল.আর. দাগ নং-৪৫৯৪, জমির পরিমান ০২ কাঠা .০৩৩ একর।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Md. Afzal Hussain**
**Advocate**
**Serampore Court**
**Enl. No.- F-1643/1636/1999**

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল পুতুল খাতুন, স্বামী-আকিল আহমেদ, সাং-বান্দোয়াল, বিহার, গত ইং ১৯/ ০৪/ ২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে ।- ১৮৩০/ ২৪ দলিলমূলে নিম্নলিখিত জমি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমি সঞ্জয় পাল, পিতা-সুধাকর পাল এবং খুকুরানী পাল, স্বামী-সঞ্জয় পাল ভোগদখলে কায়েম থাকাকালীন গত ইংরাজীর ০৯/ ০৮/ ২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে আমমোক্তার নং ।-৪২৭৬/ ২৩ দলিলে বাপন ঘোষ, পিতা-আনন্দ ঘোষ কে আমমোক্তার প্রদান করিয়াছেন। তপশীল- জমির বিবরণ জেলা-হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-১৪৯৯৯, ১৪৯৪১, এল.আর. দাগ নং- ৪৬২৮, জমির পরিমান ০১ কাঠা।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**Md. Afzal Hussain**
**Advocate**
**Serampore Court**
**Enl. No.- F-1643/1636/1999**

## বিজ্ঞপ্তি

**বিজ্ঞপ্তি**

**মোকাম চন্দননগর ২য় সিভিল জজ(জুঃডিঃ) আদালত।**

**সন ২০২২ সালের ১৫৪ নং দেঃ মোঃ।**

**বাদী**- প্রশান্ত কুমার পাল

**বিবাদী**- স্বরুপ কুমার দোলুই দীং

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত বাদী উক্ত নম্বর আদালতে বিবাদীগনের বিরুদ্ধে টি.এস. ১৫৪/ ২২ নম্বর উচ্ছেদের মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া জবাব দাখিল করিবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

**তপশীল সম্পত্তি**

একটি পাকা দক্ষিণমুখী দোকানঘর নীচের তলে, যাহার আর.এস. দাগ নং. ৭০, আর.এস. খতিয়ান নং. ২০০৫, মৌজা-চাঁপাডাঙ্গা, থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী। **চৌহদ্দী- উত্তরে**- তারকেশ্বর আরামবাগ মেটাল রোড, **দক্ষিণে**- বাদীর বসতবাড়ি, **পূর্ব্বে**- আনওয়ার আলির দোকান ঘর, **পশ্চিমে**- বিজলি পালের দোকান ঘর।

অনুমত্যানুসারে
**Nilima Chatterjee**
সেরেস্তাদার

বাদীপক্ষের উকিলবাবু
**Prabhat Kumar Bag**
এ্যাডভোকেট

## বিজ্ঞপ্তি

**আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **বন্দনা লোহার**, স্বামী কার্তিক লোহার, সাকিম লালবাজার, ডিপোগড়া, বাঁকুড়া। গত ০৮/০৩/২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ১২০১/২০২২ নং কোবালা দলিল মূলে ১। **নিরঞ্জন পাল, ২। পার্থ পাল**, উভয়ের পিতা রোহিত পাল ওরফে রোহিত চন্দ্র পাল, সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া, ৩। **শিখা নন্দী (পাল)**, স্বামী শ্রীদাম নন্দী, সাকিম কেটারডাঙ্গা, বাঁকুড়া,। উক্ত ১ নাগাদ ৩ নং দাতা-দাত্রীগণ পক্ষে বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের ৪৬৮/১৯ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল ৪। **বাদল শীট**, পিতা কুচিল শীট, সাকিম জগদল্লা, বাঁকুড়া, উক্ত ৪ নং দাতার বাঁকুড়ার D.S.R ২৯৯/১৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **শ্রী গৌতম চৌধুরী**, পিতা স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী, পেশা ব্যবসা, সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া, আমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, গোবিন্দপুর মৌজায় (জে.এল-১৯৭ ) ৪১৯, ৩৪২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৫১২ নং দাগে ৩৯৪ Sq ft জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

**Sukumar Mallick (Advocate)**
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

## বিজ্ঞপ্তি

**আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন A) **কালুবুদ্দিন মন্ডল**, পিতা শ্রী আহি মন্ডল, সাকিম পুনিশোল,ওন্দা, বাঁকুড়া B) **মাইদুল ইসলাম মন্ডল** পিতা খাদেক আলী মন্ডল সাকিম নতুনগ্রাম, ওন্দা,বাঁকুড়া c) **মেহেবুব আলী মন্ডল** পিতা মহিরুদ্দিন মন্ডল সাকিম কেশবপুর, ওন্দা,বাঁকুড়া D) **আব্দুল জফফার মোল্লা** পিতা আকবর আলী মোল্লা সাকিম পুনিশোল ,ওন্দা, বাঁকুড়া গত ০৮/১১/২০১২ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R এর ৪২৯২/ ১২ নং কোবালা দলিল মূলে **১) বীরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায় ২) ধীরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায়** উভয়ের পিতা বারিদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,সাকিম নতুনচটি বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **সঞ্জয় কুমার বন্দোপাধ্যায়** পিতা বারিদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম নতুনচটি সার্কাস ময়দান, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ২৮৩/১১ নং আমমোক্তার দ্বারা জেলা বাঁকুড়া, থানা ওন্দা দুবড়াকোন মৌজায় (জে.এল-৫৭ ) ২১৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৯৪, ১০৮, ১২০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬, ৭৭, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৮, ১৬৭, ৪২৮, ৪৩৭, ৫৭৬/১৭৩৩, ১৩১/১৭৭৪,৩৪,৪২৬, নং দাগে মোট ২.০৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ওন্দা B.L & L.R.O অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

**Sukumar Mallick (Advocate)**
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৫ ই সেপ্টেম্বর। ২৯ শে ভাদ্র । সোমবার । অষ্টমী তিথি যুক্ত নবমী তিথি মুহূর্ত। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরী রবি ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

**বৃষ রাশি :** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

**কন্যা রাশি :** পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

**ধনু রাশি :** সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

**মীন রাশি :** কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

**(আজ কৃষ্ণ নবম্যদি কল্পারম্ভ শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীর বোধন প্রশস্ত তিথি মুহূর্ত। দিবস ত্রয় ব্যাপী অগস্ত্যার্ঘ্যদান।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# 'পান্তা ভাতে উমার বিদায়', আন্দুল দুইল্যা ভট্টাচার্য বাড়ির ৪২১ বছরের অমলিন রীতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** দশমীর সকাল। চারদিকে রঙিন সিঁদুর খেলার উল্লাস আর বাতাসে মিশে আছে মিষ্টি পুজোর সুবাস। কিন্তু আন্দুলের দুইল্যা ভট্টাচার্য বাড়িতে তখন চলছে এক ভিন্নরকম আবেগঘন প্রস্তুতি। দেবীর সামনে রাখা হচ্ছে এক বাটি পান্তা ভাত; বিদায়ের মুহূর্তে পরিবারের সদস্যদের ছোটখাট যত্ন, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার প্রতীক। এই রীতি ৪২১ বছর ধরে একদিনও অব্যাহত আছে।

**দেবীর দিন শুরু দাঁতন দিয়ে**

ভট্টাচার্য বাড়িতে দেবীকে দেখা হয় সংসারের মেয়ের মতো। তাই প্রতিদিন সকালে তাঁর জন্য রাখা হয় এক ঘটি জল আর বিল্লো গাছের কাণ্ড দাঁতন হিসেবে। সকাল থেকে সন্ধ্যার আরতি পর্যন্ত দেবীর যত্ন, ভোগ ও পুজোর সমস্ত প্রক্রিয়া চলে গৃহিণীর মতোই; প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে ওঠে পরিবারের স্নেহ ও আনুষ্ঠানিকতা।

**ভোগে ভরপুর সংসারী রীতি**

ষষ্ঠী থেকে বেলতলার পুজো, সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান, নবমীতে আমিষ ভোগ; নয় রকম ভাজা, মাছের পদ, আর সন্ধি পুজোতে ছাগ বলি। নবমীর দিন কুমারী পুজোর পর বলির মাংস দিয়ে রান্না হয় ভোগ। পরিবারের প্রবীণরা বলেন, আমরা মাকে দেবী হিসেবে যেমন মানি, তেমনি আমাদের ঘরের মেয়ের মতো যত্ন করি। তাই তো সকালে দাঁতন থেকে শুরু করে খাবার; সবই পরিবারের স্পর্শে ভরা।

**বিদায়ের মুহূর্ত; পান্তা ভাতের ভোগ**

দশমীর সকালে উমার সামনে রাখা হয় পান্তা ভাত। তারপর শুরু হয় রঙিন সিঁদুর খেলা। বাড়ির বউরা মেতে ওঠেন, যোগ দেন আশেপাশের মহিলারাও। মুহূর্তটা হয় আবেগঘন; উমা বিদায় নিচ্ছেন, রেখে যাচ্ছেন এক বছরের শূন্যতা আর ফিরে আসার অঙ্গীকার।

পুরনো বাড়ির স্মৃতি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভট্টাচার্য পরিবারের পূর্বপুরুষেরা একসময় ছিলেন বর্ধমান রাজার পুরোহিত। রাজা তাঁদের আন্দুল দুইল্যায় জমি দিয়ে উৎসবের সূচনা করেছিলেন। তবে এখন বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ছে, ঠাকুরদালানের প্লাস্টার খসে যাচ্ছে। একসময় বাজত গান-বাজনা, জমে অতিথির ভিড়; আজ সেখানে টিকে আছে শুধুই ঐতিহ্যের টান আর পরিবারের ভালোবাসা। নতুন প্রজন্মও এই আবেগ বুঝতে পারছে। নতুন বউমারা বলেন, এ পুজো আমাদের কাছে একেবারেই নতুন পাওনা। দেবীর সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পর্ক যেন সত্যিই উনি আমাদের পরিবারেরই একজন। তাই অন্য কোথাও দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, এখানে সব আনন্দ মিলে যায়। ৪২১ বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এই পরিবার। দশমীর দিনে পান্তা ভাত শুধু ভোগ নয়; এ এক আবেগঘন বিদায়, আবার উমার ফিরে আসার অঙ্গীকার।

# তেলভর্তি জাহাজ দুর্ঘটনায় পদক্ষেপ, নবান্নে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমুদ্র ও নদীতে তেলভর্তি জাহাজ দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য দূষণ প্রতিরোধে বড় উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করে 'অয়েল স্পিল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নবান্নে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির নেতৃত্বে আছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, মৎস্য, সেচ ও জলপথ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, পরিবহণ, শ্রম ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবরা। কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং ভারতীয় কোস্ট গার্ডের প্রতিনিধিরাও এই কমিটিতে অংশগ্রহণ করছেন।

কমিটির প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, তেল দূষণ শুধু পরিবেশ নয়, নদীভিত্তিক অর্থনীতি এবং মৎস্যসম্পদকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আরও জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন, নদীর তলা থেকে অবৈধ বালি উত্তোলন রোধে নজরদারি বাড়াতে। কমিটির লক্ষ্য একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ, অন্যদিকে অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

পরিবেশ দপ্তরের মতে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নদী ও সমুদ্রের জলের মান বজায় থাকবে, মৎস্যসম্পদ সুরক্ষিত হবে এবং উপকূলবর্তী অর্থনীতিও স্থিতিশীল থাকবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পরিকল্পনা কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ও নদী ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হবে।

# ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ধূলাগড় জালান কমপ্লেক্সে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাওড়া জেলার ধূলাগড় জালান কমপ্লেক্সে একটি তার কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। শনিবার রাতের সময় ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত কারখানার তেলের ট্যাঙ্কে আগুন লেগে কারখানা এলাকা দ্রুত শিখায় আচ্ছন্ন হয়। পুলিশের বরাত দিয়ে জানা গেছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকল বাহিনী প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে, কারখানায় প্রচুর পরিমাণ দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুনের তীব্রতা বাড়ে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও অনুসন্ধানাধীন। দমকল অধিকারিকরা যাচাই করছেন কারখানায় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল কিনা এবং সেটি কার্যকর ছিল কি না। বর্তমানে পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় প্রশাসন এবং দমকল বাহিনী সতর্কতা অবলম্বন করছে যাতে আশেপাশের এলাকা বা অন্য কারখানায় আগুন ছড়ায় না। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো হাজির ছিল। অগ্নিকাণ্ডের প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলমান।

# যাত্রীরা এখন বেছে নিচ্ছেন স্মার্ট যাতায়াত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা মেট্রো ১৩ তারিখে প্রায় ৬.৯৬ লাখ যাত্রী পরিবহণ করেছে। বিশেষ করে ব্লু লাইনে ৫.২৫ লাখ এবং গ্রিন লাইনে ১.৬৬ লাখ যাত্রী যাত্রা করেছেন। শনিবার থেকেই ইয়েলো লাইনে চলাচল শুরু হয়েছে, প্রথম দিনেই ৫৩০০-এর বেশি যাত্রী উপকৃত হয়েছেন। ব্লু লাইনে ৯৮ শতাংশ ট্রেন সময়মতো চলেছে, ৭ মিনিট ব্যবধানে। ইয়েলো লাইনে ৩২ মিনিট ব্যবধানে ও ১০০ শতাংশ সময়নিষ্ঠা বজায় রাখা হয়েছে। গ্রিন লাইনে শীর্ষ সময়ে ৬ মিনিট ব্যবধানে ট্রেন চলেছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড ও মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছে, যা রিচার্জ বা বুকিংয়ে ৫ শতাংশ ছাড়ও দেয়। গত ৮ দিনে ১৮,৪৬৫ স্মার্ট কার্ড বিক্রি হয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় ১৬ লাখ কার্ড সচল। সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৩ দিনে ৬.৯ লাখ সক্রিয় ব্যবহারকারীসহ ৪ লাখ টিকিট অ্যাপের মাধ্যমে বুক হয়েছে।

মেট্রো ম্যানেজমেন্ট যাত্রীদের সহযোগিতায় মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে ৩২টি রেকের নিরাপদ বিপরীত ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। ইয়েলো লাইনে রবিবারও ৪০টি সেবা চালু হয়েছে। যাত্রীরা নতুন সেবার জন্য সন্তুষ্ট। মেট্রো কর্তৃপক্ষ তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং সকলকে স্মার্ট ও ডিজিটাল যাত্রায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

গোলাঘাট সম্মিলনী পুজোর মণ্ডপের কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা।

# সোপান সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ পেলেন কবি সাংবাদিক অনীশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দক্ষিণবঙ্গের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের নামী ও অর্ধশতক পূর্ণ করা সাহিত্যপত্র 'সোপান' তার ৫৩ তম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ৮ জন লেখক-কবির হাতে সোপান সাহিত্য পুরস্কার তুলে দিল। সম্প্রতি বিষ্ণুপুরের উদয়ন লজের সভাকক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ আসরের। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি জগতে বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া হল সোপান সম্মান ও আয়োজিত হল কবিতামেলা। প্রত্যেক লেখক ও কবির হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ চৌধুরী। আবৃত্তি, গান ও কবিতাপাঠের চমৎকার উপস্থাপনা করেন সোপান সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হলেন অতনু সাঁতরা, দেবাশিস পাঠক, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, অনীশ ঘোষ, সুব্রত পণ্ডিত, মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি, অতনু মজুমদার, প্রদীপ কর ও সোনালী ঘোষ। প্রসঙ্গত, তথ্য ও ইতিহাস নির্ভর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কলকাতার কালীবাড়ি-কথা'র জন্য এবারের ঐতিহ্যবাহী সোপান সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ পেলেন বিশিষ্ট কবি-লেখক ও সাংবাদিক-সম্পাদক অনীশ ঘোষ।

# বারুইপুরের পেয়ারা পাড়ি দিল সিঙ্গাপুরে, কৃষকদের নতুন আশার আলো

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর:** বাজারে গিয়ে বারুইপুরের চকচকে হাল্কা সবুজ পেয়ারা দেখলেই বাঙালির রসনাতে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের পেয়ারা এবার দেশ ছাড়িয়ে পৌঁছল আন্তর্জাতিক বাজারে। বহু বছরের পরিশ্রম ও জিআই স্বীকৃতি অর্জনের পর স্থানীয় কৃষকদের সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (অ্যাপেডা)-র তত্ত্বাবধানে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হল প্রথম চালান। প্রায় ৫০০ কেজি বাছাই করা পেয়ারা বিদেশি বাজারে পৌঁছেছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রপ্তানি শুধু অর্থনৈতিক লাভ নয়, আন্তর্জাতিক মানের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বড় পরীক্ষা। পেয়ারার আকার, রং, স্বাস্থ্যবিধি ও রোগমুক্ত অবস্থার সবকিছুই সরকারি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে রপ্তানির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় কৃষকরা কয়েক মাস ধরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন; ফল গাছের পরিচর্যা থেকে শুরু করে ফলের

সঠিক সংগ্রহ ও প্যাকেজিং পর্যন্ত।

অটোবটস ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানির কর্তারা জানিয়েছেন, প্রথম চালানে ফল ভালো প্রতিক্রিয়া পেলে ভবিষ্যতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে। এতে এলাকার চাষিরা আরও উৎসাহিত হবেন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। বিশেষজ্ঞদের আশা, আন্তর্জাতিক বাজারে জায়গা করে নেওয়ায় বারুইপুরের পেয়ারা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম রপ্তানি পণ্য হয়ে উঠতে পারে।

একদিন

# আমার শহর

কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৯ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

## কড়া নিরাপত্তায় এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন

### রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় ফের আস্থা রাখছেন পরীক্ষার্থীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা জুড়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হল একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। সকাল থেকেই ৪৭৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে ভিড় উপচে পড়েছিল পরীক্ষার্থীদের। সকাল ১০টায় খুলে দেওয়া হয় কেন্দ্রের দরজা। প্রত্যেককে প্রায় দেহ তল্লাশি করে ঢোকানো হয় কেন্দ্রে, হাতে থাকতে পেরেছে শুধু অ্যাডমিট কার্ড ও স্বচ্ছ জলের বোতল। ঠিক দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয় পরীক্ষা।

প্রায় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার প্রার্থী বসেছেন এই পরীক্ষায়। কমিশনের বিশেষ নজরদারিতে আঁটসাঁট নিরাপত্তা বলয়ে পেরোতে হয়েছে সকলকেই। মোবাইল, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, এমনকী যে কোনও ইলেকট্রনিক যন্ত্র বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিটি কেন্দ্রে পরিদর্শকেরা লাগাতার নজরদারি চালিয়েছেন। হাইকোর্টের নির্দেশে এবার এসএসসির নিজস্ব দপ্তরও পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তিন প্রার্থী পরীক্ষা দেন।

এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কমিশনের কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি নজর রাখা হচ্ছিল সব কেন্দ্রের উপর। জরুরি পরিস্থিতির জন্য চালু ছিল বিশেষ হেল্পলাইন। কমিশনের বক্তব্য, অতীতের দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার এমন ব্যবস্থা। ২০১৬ সালের বাতিল প্যানেল মামলায় ২৬ হাজারের বেশি নিয়োগ বাতিল হওয়ায় নতুন পরীক্ষা আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তাই কোনও অনিয়মের সুযোগ এবার রাখেনি কমিশন। শহরের পরীক্ষার্থীদের একাংশের মত, এত কড়াকড়ির মধ্যেও পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হওয়ায় স্বস্তি। অনেকের আশা, এই নিয়োগ প্রক্রিয়াই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে ফের আস্থা ফিরিয়ে দেবে।

### ‘প্রথমবার পরীক্ষা দিচ্ছি, শূন্যপদ কম, তবে অন্তত পরীক্ষা হচ্ছে’

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দীর্ঘ নয় বছর পর একাদশ-দ্বাদশ স্তরের এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষা রাজ্যের ৪৭৮টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল। প্রায় ২ লাখ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে, যেখানে শূন্যপদের সংখ্যা মাত্র ১২ হাজার ৫১৪। দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষার পর পরীক্ষা হওয়ায় শিক্ষার্থীরা স্বস্তি অনুভব করলেও কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা চোখে পড়ছে। গিরিশ পার্ক থেকে আসা সায়নী ঘোষ জানান, এবারই প্রথমবার পরীক্ষা দিচ্ছি। শূন্যপদ কম, তবে অন্তত পরীক্ষা হচ্ছে এবং সুষ্ঠুভাবে হওয়াই চাই। শ্যামবাজারের তন্ময় দেও প্রথমবারের মতো এই সুযোগ পেয়েছেন। এদিকে, বড়বাজারের মধুমিতা চক্রবর্তীও একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা দিতে এসেছেন। তিনি বলেন, ভিনরাজ্যের প্রার্থীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করছি, তবে পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনা হল মূল আশা। হেদুয়া থেকে প্রথমবার পরীক্ষা দিতে আসা সৌরভ তিওয়ারি বলেন, বিএড পাশের পর প্রথমবারের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা দিচ্ছি। মাত্র দুই মাসের প্রস্তুতি হয়েছে, তাই চাপ আছে, তবে আত্মবিশ্বাসী। দিল্লি থেকে আসা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলায় এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে অন্য রাজ্যগুলোর মতোই। সরকারি ব্যবস্থাপনার ওপরই নির্ভর করতে হবে। সমস্যা থাকলেও সমাধান সরকারকে করতে হবে। দুই দিনের এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বস্তি, উত্তেজনা এবং আত্মপ্রমাণের অনুভূতি তৈরি করেছে। দীর্ঘদিন পর নিয়মিত পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে অংশগ্রহণকারীরা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ফলাফলের আশা রাখছেন।

**‘আজ কলকাতা গ্যাংস অফ ওয়াসেপুরের মতো’**

## বাংলা সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে ব্যর্থ রাজ্য, তোপ শমীক ভট্টাচার্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতা এবং সীমান্ত-সংলগ্ন জেলার নিরাপত্তা নিয়ে ফের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সুরে আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘দেশের নিরাপত্তা আর রাজ্যের সীমান্ত-সংলগ্ন জেলার নিরাপত্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ রাজ্যে সীমান্ত-রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা স্পষ্ট।’

বাংলাদেশে চলতে থাকা সহিংসতা ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শমীক প্রশ্ন তোলেন, ‘বাংলাদেশে বৌদ্ধ-মুসলমান-হিন্দু; সব সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কলকাতার তথাকথিত প্রগতিশীলরা কোথায়? কোনও কবিতা লেখা হচ্ছে না, কোনও প্রতিবাদ নেই।’ তিনি আরও বলেন, ‘যাঁরা গলায় মালা পরে ঘুরে বেড়ান, মুম্বই পর্যন্ত দুখী তবলা বাজিয়ে বেড়ান, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন, তাঁরা নীরব কেন?’

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েও শমীকের কটাক্ষ, ‘আজ কলকাতা গ্যাংস অফ ওয়াসেপুরের মতো। দু’পক্ষের গ্যাং চলছে, পুলিশ নীরব দর্শক। কে এই পুলিশ? গুলশন কলোনির ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখুন। আজ না হয় কাল গোটা কলকাতা গুলশন কলোনি হয়ে যাবে।’

শমীক দাবি করেন, বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং রোহিঙ্গা ঢোকার পথ বন্ধ করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ। ‘আইএসআই ও আইএস-এর র‍্যাডিকালাইজেশন ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, মহেশতলা, খিদিরপুর, সব জায়গায় পোস্টার সাঁটানো হচ্ছে। নকশালবাড়ির নিরাপদ আশ্রয় আজ জেহাদিদের নিরাপদ ঘর।’

অর্থনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এক সময় বাংলার বাণিজ্যিক অবদান ছিল ২৭ শতাংশ। আজ রাজ্যের এফডিআই ০.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। আর যাঁরা বলেন বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না, তাঁদের জানা উচিত গুজরাতের এফডিআই ৩৯.৬ শতাংশ। এটাই বাংলার করুণ চিত্র।’

শেষে শমীক দাবি করেন, রাজ্য সরকারের নীতি ব্যর্থতার ফলেই আজ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা ভিনরাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, কাজের খোঁজে বাইরে যেতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘এক সময় পশ্চিমবঙ্গ কাজ দিত, নতুন শিল্প আসত। আজ রাজ্য শুধু শ্রম রপ্তানির কেন্দ্র।’

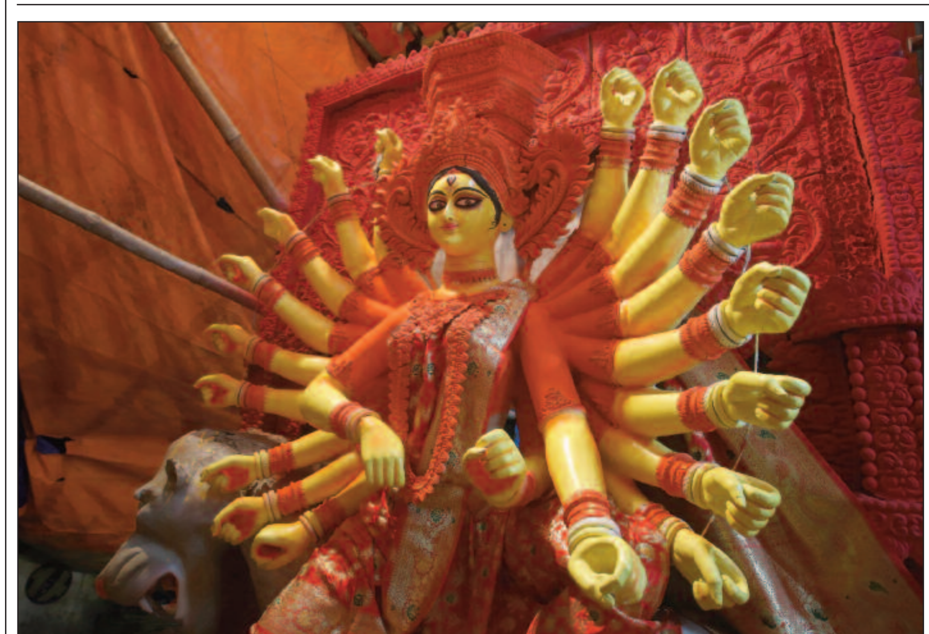

*কুড়ি হাত বিশিষ্ট গড়িয়ার পটুয়াপাড়ার দুর্গাপ্রতিমা।*

## ঐতিহ্য আর প্রাচ্যের ছোঁয়া, উত্তরের বনেদি হাওয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলা, শোভাবাজার, পাথুরিয়াঘাটা ও গিরিশ পার্ক অঞ্চলে শতবর্ষী বনেদি বাড়িগুলি এখনো তাদের ঐতিহ্যবাহী পূজা উদ্‌যাপন করে। সেনবাড়ি, শোভাবাজার রাজবাড়ি, দত্ত বাড়ি, জোড়াসাঁকো ভোর বাড়ি, মল্লিক বাড়ি; প্রতিটি পরিবার দুর্গাপুজোর পাঁচ দিন ধরে ঠাকুরদালান, প্রাঙ্গণ ও সাবেকি দুর্গা প্রতিমার মাধ্যমে তাদের ভেতরের ঐশ্বর্য প্রকাশ করে। প্রতিটি প্রতিমা ঐতিহ্যবাহী চালার উপর দণ্ডায়মান, গ্রামীণ বাংলার পটচিত্রে সজ্জিত, এবং প্রাচীন সোনার অলঙ্কার ও গয়নায় সমৃদ্ধ। পরিবারের বয়স্ক মহিলারা নিজ হাতে ভোগ রান্না করেন এবং অতিথিদের পরিবেশন করেন। দুর্গাপুজোর শেষ দিনে প্রতিমা বিসর্জনের সময়, প্রথানুসারে বড় কন্যা দেবীর কানে ফিসফিস করে বলেন, ‘আসছে বছর আবার এসো।’ এই মুহূর্তে মা ও কন্যাকে চেনা যায় না; বনেদি পুজোর অন্তরঙ্গতারই নিদর্শন।

## অবৈধ বেটিং প্ল্যাটফর্ম: আর্থিক তছরুপের অভিযোগে মিমি চক্রবর্তীকে ইডির সমন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অবৈধ বেটিং প্ল্যাটফর্ম সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ও অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর দিল্লি হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। সংস্থার তরফে রবিবার সকালে পাঠানো সমনের কথা স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,মিমিকে দিল্লির সদর দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে এবং তাঁর সাক্ষ্য পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) অনুযায়ী রেকর্ড করা হবে।

এই মামলায় ইতিমধ্যেই ক্রীড়াজগত ও বিনোদনশিল্পের কয়েকজন পরিচিত মুখের নাম সমন্বিত হয়েছে। তদন্তকারীরা বলছেন, বিতর্কিত ‘১অঙ্কব্রঠ’ কিংবা অনুরূপ প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ও আর্থিক লেনদেনের সূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে; প্রাথমিক অনুসন্ধানেই তথ্য প্রযুক্তি আইনের পাশাপাশি বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি (FEMA) এবং PMLA-এর সম্ভাব্য লঙ্ঘনের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের বরাত দিয়ে আগে প্রাক্তন ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান ও সুরেশ রাইনার বিবৃতি নেওয়া হয়েছে; পাশাপাশি অন্য কয়েকজনকে সমন পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়।

এই নিয়ে মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক পর্যায়েও সমনটি নিয়ে নানান মন্তব্য শুরু হয়েছে, তবে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চলা অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত বা অভিযুক্তি চূড়ান্ত বলা যাবে না; ইডি তথ্যশৃঙ্খলে প্রমাণ-ভিত্তিক অনুসন্ধানকেই প্রাধান্য দিচ্ছে।

কার্যত এই সমনই মামলাটিকে নতুনভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তের তালিকায় স্থাপন করল; অনুসন্ধান এখনও চলমান এবং সংস্থার পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে।

**ধাপার চাপ বাড়ছে, আধুনিক ল্যান্ডফিল গড়ে তুলতে তহবিল ঘোষণা পুরসভার:** কলকাতার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিপদের সংকেত। প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার টন আবর্জনা জমছে ধাপা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, যেখানে প্রকৃত ধারণক্ষমতা আড়াই হাজার টনের বেশি নয়। হাওড়ার বর্জ্যও সেখানে ফেলার ফলে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আশঙ্কা, সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভা বিকল্প সমাধানের পথে হাঁটল। ধাপার পাশের ৭৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে তৈরি হবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন ল্যান্ডফিল।

## জগদ্দলে ব্যবসায়ী খুনে ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশি হেপাজত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** শনিবার সকালে জগদ্দল থানার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে উচ্ছেগড়ে কালভার্টের নিচ থেকে উদ্ধার হয়েছিল খাসির মাংস ব্যবসায়ী ইশতিয়াক কুরেশী ওরফে হীরার মৃতদেহ। তাঁর বাড়ি ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার মানিকপীরে। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে জগদ্দল থানার পুলিশ মানিকপীরের বাসিন্দা রশিদ কলিম ওরফে পিন্টু এবং ঝন্টু মিস্ত্রি ওরফে মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ছয়দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এই খুনের ঘটনায় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ধৃতরা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা শওকত আলির লোক। মৃতের ভাড়ার ঘর খালি করা নিয়ে চার বছর ধরে বিবাদ চলছিল। তাঁর অভিযোগ, হীরা কুরেশীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, মরছে তৃণমূল, মারছে তৃণমূল। হাসছেন পার্থ ভৌমিক। আর মজা নিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি।

## বিজেপি কার্যকর্তার দোকানের সামনে জলের বুথ গড়ে তোলার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বিজেপি কার্যকর্তাকে শায়েস্তা করতে তাঁর দোকানের সামনেই ঠান্ডা জলের বুথ গড়ে তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কবিগুরু রবীন্দ্র পথের আম্বেদকর বাজারের ঘটনা। জলের বুথ তৈরিতে বাধা দিলে স্থানীয় কাউন্সিলর দিলীপ কুমার ঘোষ বিজেপির কার্যকর্তা তাপস ঘোষকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। বিজেপির কার্যকর্তা তাপস ঘোষ জানান, এই বিষয়ে তিনি বীজপুর থানা ও কাঁচরাপাড়া পুরসভায় অভিযোগ জমা করেছেন। তবে এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বীজপুরের দাপুটে বিজেপি নেতা সুদীপ্ত দাস। রবিবার তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বীজপুর জুড়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, দলীয় কার্যকর্তা তাপস ঘোষকে একাধিকবার হেনস্তা করা হয়েছে। ২০১৯ সালে তাঁর দোকান ভাঙচুর করা হয়েছিল। এবার তাঁর দোকানের সামনে ব্লক করে দিয়ে পুরসভার জল প্রকল্প নাকি করা হচ্ছে। তিনি জানান, আশপাশে অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে দলীয় কার্যকর্তাকে এভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, দোকানের সামনে নির্মাণের কাজের বাধা দিলে দলীয় কার্যকর্তাকে রীতিমতো হুমকি দেন স্থানীয় কাউন্সিলর। সুদীপ্ত দাসের আরও অভিযোগ, কাঁচরাপাড়ায় লদী সিনেমা হলের কাছে ঐতিহ্যবাহী জলের ট্যাঙ্ক রাতারাতি উধাও হয়ে গেল। ওখানে একজন বড় ব্যবসায়ীর শপিং মল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে সুবিধা পাইয়ে দিতে শতাব্দী প্রাচীন জলের ট্যাঙ্কটিকে ভেঙে ফেলা হল। তাঁর দাবি, গোটা বাংলা জুড়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। বীজপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক এবং পুরপ্রধানের মদতেই কাউন্সিলর দিলীপ কুমার ঘোষের এত বাড়বাড়ন্ত। সুদীপ্ত জানান, দোকানের সামনে জলের বুথ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে তারা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। যদিও দোকান আড়াল করার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর দিলীপ কুমার ঘোষ বলেন, ওই দোকান থেকে কিছুটা দূরে পুরসভার তরফে ছোট্ট একটা ঠান্ডা পানীয় জলের বুথ করা হচ্ছে। যাতে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষজন ঠান্ডা পানীয় পান করতে পারেন। কিন্তু সরকারি কাজে কেউ বাধা দিতে পারেন না।

## বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আজ সোমবার পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া ভিন্নমুখী থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে আর্দ্রতাজনিত গরমের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম আপাতত পিছু ছাড়ছে না। গরমের অস্বস্তি অনুভূত হবে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে গরম ও অস্বস্তি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে আংশিক বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টি কিছু এলাকায় ছত্রছায়া হতে পারে। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিন চলবে বৃষ্টি।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রবণতা বেশি। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হবে, কোচবিহার, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরে আংশিক ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই অঞ্চলে ৩০,৪০ কিমি/ঘণ্টা গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। আজ সোমবার দক্ষিণবঙ্গে গরম ও আর্দ্র, হালকা-বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা; উত্তরে ভারী বৃষ্টি, দমকা বাতাস। মঙ্গলবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসের কারণে নদী ও রাস্তার পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে।

*চলছে কাশী বোস লেনের মণ্ডপসজ্জা।* *ছবি: অদিতি সাহা*

## নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন, ভ্রমণ বাতিল করছেন পর্যটকরা টিকিটের চাহিদা বাড়ছে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডের মতো বিদেশি জায়গার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আগে দলে দলে পর্যটক এই রাজ্য থেকে নেপালে পৌঁছন। কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, বীরগঞ্জ-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ভিড় শুরু হয়। তবে এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে দেশটির পর্যটন শিল্প বিপর্যস্ত। নতুন প্রজন্মের যুবকদের সরকারবিরোধী আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। সুপ্রিম কোর্ট, আইনসভা, প্রধান প্রশাসনিক ভবন, বড় হোটেল ও সরকারি ভবনের আগুন নিভে গেলেও ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। প্রাণহানি কমপক্ষে ২৫। সেনাবাহিনী রাস্তার দখল নিয়েছে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আগুন জ্বলছে দিকে দিকে।

এই অবস্থায় পর্যটকরা পুজোর আগে নেপালে যাওয়া অনিশ্চয়তার কারণে বাতিল করছেন। স্থানীয় ভ্রমণ সংস্থা সালকিয়ার অপারেটর অভিজিৎ মণ্ডল জানান, নেপাল এখন অশান্ত। সেখানে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। এজেন্টরাও যেতে বারণ করছে। বুকিং বাতিল হওয়ায় আমাদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। একজন পর্যটক সৌমেন মান্না জানান, পরিবার নিয়ে যাওয়া বিপদজনক, তাই পুজোর সময় নেপাল ভ্রমণ বাতিল করেছি। শেষ মুহূর্তে অন্য কোথাও না পেলে পুরীতে যাব।

ভ্রমণ সংস্থাগুলি জানিয়েছে, নেপাল বাতিল হলেও পর্যটকদের দ্বিতীয় পছন্দ বিদেশ। অনেকেই ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ব্যাংককের টিকিট কাটছেন। আবার কেউ কেউ দার্জিলিং, সিকিম ও দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যে ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নেপালের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তার উপর নির্ভর করছে এবারের দুর্গাপুজোর পর্যটন গতি। পর্যটক এবং ভ্রমণ সংস্থার নজর এখন শুধু নেপালের স্থিতিশীলতার দিকে।

## সম্পাদকীয়

# খারাপ ঘটনা, পদক্ষেপ হোক, সমালোচনা হোক তবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই

এই তো সপ্তাহখানেক আগেই সংবাদ শিরোনামে এসেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমতালিকা প্রকাশিত হতেই দেখা গেল দেশের মধ্যে প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে যথারীতি যাদবপুর। বাংলার মধ্যে প্রথম। এটা কোনও চমক নয়। এটাই যাদবপুরের ঐতিহ্য ও পরম্পরা। যা তাঁরা ধরে রেখেছে গত কয়েক দশক ধরে। দেশের নামী, দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলেছে তাঁরা। কোনও ঘটনা, কোনও আন্দোলন, কোন হুমকি, কোনও শাসকের থাবা, কোনও কিছুই এক ইঞ্চি নামাতে পারেনি বাংলা তথা দেশের অন্যতম সেরা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান। এটাই যাদবপুরের ম্যাজিক। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা, সংবাদমাধ্যমে নানা খবর, ছবি সামনে এসেছে, আর যাদবপুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে উৎকর্ষতার একের পর নজির গড়েছে। সেই ট্র্যাডিশন ২০২৫-এ এসেও অটুট। যতদিন গেছে, দলে দলে যাদবপুরের পড়ুয়ারা জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বের সব সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। আজও প্রতিবছর এ দেশের যত ছাত্র বিশ্বের সব সেরা স্কলারশিপগুলির পরীক্ষায় সফল হচ্ছে, তার একটা বড় অংশই হল বাংলার গর্ব যাদবপুরের। তবে এখানে একটি সঙ্গত প্রশ্নও উঠছে। যাদবপুরের সবই কি ভালো? সব কিছুই কি ঠিকঠাক চলছে, কোনও সমস্যা নেই? কোনও চোরাস্রোত নেই? উত্তর হল আছে। ভালোর পাশাপাশি সমাজের যা কিছু খারাপে, তার বাইরে কী করে থাকবে যাদবপুর? সব জায়গাতে যে যে খারাপ জিনিস রয়েছে তা যাদবপুরেও আছে। এর মানে কোনও খারাপ ঘটনাকে সমর্থন করা নয়, তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। খারাপ ঘটনা ঘটে থাকলে তা শিকার করতে হবে। তার সমালোচনাও হবে। কিন্তু তা বলে কিছু হলে রে রে করে যাদবপুর বলেই তার দিকে তেড়ে যেতে হবে৷ এটা কোথাকার সিস্টেম। বাঙালির নিজেদের একটা গর্বের জায়গা, সেখানে রাজনৈতিক ভাবে কল্কে না পাওয়ার হতাশা থেকে তাকে খারাপ বলে দেগে দেওয়া কতটা ঠিক, ভাবতে হবে৷ ছোটখাটো যে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে তা মেরামত করে সর্বাঙ্গসুন্দর করা হোক যাদবপুরকে। এটাই হওয়া উচিত।

## শব্দবাণ-৩৮৯

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ■ | ২ | | | | |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ৩ | | ৪ | | ৫ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৬ | | | | | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| ৭ | | | | | ■ | |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ২. অধীত পাঠের আলোচনা ৩. কোনো চলতি বা ঘটমান বিষয়ের তাৎক্ষণিক বিবরণ ৬. প্রাইভেট সেক্রেটারি ৭. ধূপকাঠি।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১.— বন্ধু হে আমার ২. পশ্চাদ্ধাবন ৪. বংশানুক্রমে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ ৫. বিবিধ।

**সমাধান: শব্দবাণ-৩৮৮**

**পাশাপাশি:** ১. কাপড় ২. ভবন ৫. বচন ৮. রন্ধন ৯. গলদ।

**উপর-নীচ:** ১. কার্তিক ৩. নকল ৪. লোচন ৬. উত্তর ৭. সম্পদ।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

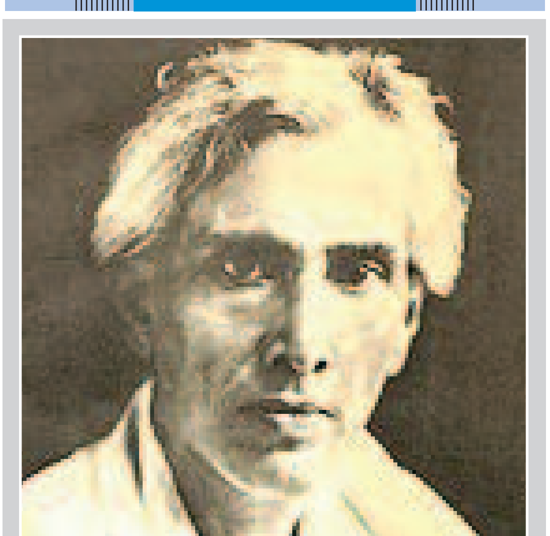

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অশোক সিংঘলের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রমনিয়াম স্বামীর জন্মদিন।*

# ডিজিটাল টুইন আর্থ এক প্রযুক্তিগত সিম্ফনি

## যেখানে স্যাটেলাইট হল চোখ, সেন্সর হল কান, AI হল মস্তিষ্ক, সুপারকম্পিউটার হল হৃদপিণ্ড

**বিশ্বজিৎ বৈদ্য**

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, সমুদ্রজল স্তর বৃদ্ধি, খাদ্য ও জ্বালানির সঙ্কট মানবসভ্যতাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাচ্ছে; অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা এবং সুপার কম্পিউটারের মতো প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন আমাদের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। এই প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল টুইন আর্থ (Digital Twin Earth) ধারণা একেবারে সামনে উঠে এসেছে।

ডিজিটাল টুইন আর্থ হল পৃথিবীর একটি ভার্চুয়াল প্রতিরূপ (Virtual Replica), যেখানে স্যাটেলাইট ডেটা, সেন্সর, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ও সুপার কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তব পৃথিবীর আবহাওয়া, পরিবেশ, জলের প্রবাহ, নগর উন্নয়ন, কৃষি পরিবর্তনের রিয়েল-টাইমে মডেল তৈরি করা হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করে তাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ডিজিটাল টুইন মূলত কোনো বাস্তব বস্তুর বা সিস্টেমের একটি ভার্চুয়াল প্রতিরূপ, যা বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বাস্তব সময়ে (real-time) ডেটা সংগ্রহ করে এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই ধারণার প্রয়োগ মানে হলো;পৃথিবীর প্রতিটি অংশ, পরিবেশ, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, নগরায়ণ, সমুদ্র, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল পৃথিবী তৈরি করা। ডিজিটাল টুইন আর্থ-এর সাহায্যে আমরা; পৃথিবীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিবেশগত পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে, দুর্যোগ পূর্বাভাস ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আরও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি SESAV– NASA সহ বিভিন্ন সংস্থা ইতিমধ্যেই ডিজিটাল টুইন আর্থ গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে এসেছে। বিশেষত ESA-Digital Twin Earth Initiative এবং European Union-এর Destination Earth (DestinE) প্রকল্প মানবসভ্যতাকে নতুন এক প্রযুক্তিগত যুগে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এই ধারণার বাস্তবায়নে নানা চ্যালেঞ্জও রয়েছে; যেমন বিপুল ডেটা ম্যানেজমেন্ট, উচ্চ প্রযুক্তির প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক ডেটা শেয়ারিং-এর রাজনৈতিক জটিলতা ইত্যাদি। তবুও বলা যায়, ভূগোলের দৃষ্টিতে ডিজিটাল টুইন আর্থ শুধু প্রযুক্তিগত এক্সপেরিমেন্ট নয়, বরং পৃথিবী ও মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ বাঁচাতে অপরিহার্য হাতিয়ার।

ডিজিটাল টুইন (Digital Twin) ধারণার শিকড় মূলত শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে। ২০০২ সালে আমেরিকান গবেষক ড. মাইকেল গ্রিভস (Michael Grieves) প্রথম 'ডিজিটাল টুইন' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ও যন্ত্রপাতি তৈরি, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ভার্চুয়াল মডেল তৈরি করা, যা বাস্তব সিস্টেমের আচরণ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করবে। পরে NASA এই ধারণাকে মহাকাশ গবেষণায় প্রয়োগ করে। এখান থেকেই ডিজিটাল টুইনের বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়।

একটি গাড়ি, বিমান, শহর, এমনকি পুরো পৃথিবীকেও ডিজিটাল টুইনে রূপান্তর করা সম্ভব। ডিজিটাল টুইনের তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে; ১. বাস্তব জগতের বস্তু বা সিস্টেম , যেমন একটি শহর, নদী বা পৃথিবী নিজেই। ২. ভার্চুয়াল প্রতিরূপ , যেখানে কম্পিউটার সফটওয়্যার, 3D মডেল, AI ও ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে বাস্তব জগতকে প্রতিফলিত করা হয়। ৩. সংযোগ ব্যবস্থা , সেন্সর, স্যাটেলাইট, IoT (Internet of Things) ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তব ডেটা সবসময় ভার্চুয়াল মডেলে পৌঁছে যায়।

যখন এই ধারণাকে পৃথিবীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন সেটি হয় ডিজিটাল টুইন আর্থ। এখানে; স্যাটেলাইট পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল থেকে জলবায়ু, বায়ুমণ্ডল, ভূমি, সমুদ্র সম্পর্কিত তথ্য পাঠায়। সুপার কম্পিউটার সেই ডেটা বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর একটি ভার্চুয়াল মডেল তৈরি করে। এই মডেল ক্রমাগত আপডেট হতে থাকে, ফলে গবেষকরা পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পান। ডিজিটাল টুইন আর্থ শুধু একাডেমিক গবেষণার উপকরণ নয়, বরং বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি।

ডিজিটাল টুইন আর্থ আজ শুধু একটি বৈজ্ঞানিক কল্পনা নয়, বরং আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ও মহাকাশ এজেন্সিগুলির সক্রিয় উদ্যোগে এটি বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নত দেশগুলো এই প্রকল্পের মাধ্যমে পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে চাইছে। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ডিজিটাল টুইন পুরোপুরি তৈরি না হলেও, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এটি এগিয়ে চলেছে। ESA ও EU যেখানে মূলত ইউরোপকে কেন্দ্র করে কাজ করছে, NASA বৈশ্বিক ডেটার উপর জোর দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়লে আগামী এক দশকের মধ্যেই পৃথিবীর একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল প্রতিরূপ আমরা পেতে পারি।

ডিজিটাল টুইন আর্থ কেবল একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা নয়; এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে একগুচ্ছ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে। পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ ভার্চুয়াল মডেল গড়ে তুলতে হলে বৈজ্ঞানিক ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং মডেলিং-এর জন্য প্রয়োজন স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বিগ ডেটা ও সুপার কম্পিউটার।

হলো স্যাটেলাইট ডেটাডিজিটাল টুইন আর্থ-এর প্রাণ। পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা হাজারো স্যাটেলাইট ক্রমাগত আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়ের গতিবিধি, বন উজাড়, নগর সম্প্রসারণ, কৃষিজমির পরিবর্তন, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা, স্রোত, প্লাস্টিক দূষণ, হিমবাহ গলন ও মেরু অঞ্চলের পরিবর্তন) পাঠাচ্ছে। বিশেষভাবে ESA-Copernicus Programme এবং NASA-র Earth Observing System (EOS) থেকে সংগৃহীত ডেটা ডিজিটাল টুইন আর্থ-এর মূল ভিত্তি।

স্যাটেলাইট থেকে আসা বিপুল তথ্যকে শুধু সংগ্রহ করলেই হবে না, তা বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজন ভ্জ্জ ও Machine Learning AI সিস্টেম পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তন (যেমন বন উজাড়, নগরায়ণ, বন্যা) দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম পূর্ববর্তী তথ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পরিস্থিতি পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, একটি অঞ্চলের অতীতের আবহাওয়া ও ভূমি ব্যবহার ডেটা বিশ্লেষণ করে AI ভবিষ্যতে খরা বা বন্যার সম্ভাবনা অনুমান করতে পারে।

ডিজিটাল টুইন আর্থ প্রকল্পে প্রতিদিন টেরাবাইটের পর টেরাবাইট ডেটা তৈরি হচ্ছে। এই বিপুল তথ্যকে আমরা বলি বিগ ডেটা। এর মধ্যে রয়েছে স্যাটেলাইট ছবি, আবহাওয়া পূর্বাভাস, সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্য, এমনকি মোবাইল ফোন বা IoT ডিভাইস থেকে সংগৃহীত ডেটা। বিগ ডেটা প্রযুক্তি এই বিপুল তথ্যকে শ্রেণিবদ্ধ করে, সংরক্ষণ করে এবং বিশ্লেষণযোগ্য আকারে উপস্থাপন করে। এর ফলে একই সঙ্গে বৈশ্বিক (global) ও স্থানীয় (local) স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

ডিজিটাল টুইন আর্থ পরিচালনার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী কম্পিউটার দরকার। সুপার কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে কোয়াড্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে সক্ষম। ইউরোপে LUMI Supercomputer এবং আমেরিকায় Summit Supercomputer এই প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার হলে ডেটা বিশ্লেষণের গতি বহুগুণ বেড়ে যাবে।

শুধু স্যাটেলাইট নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা সেন্সরও গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া স্টেশন, সমুদ্র বয়া, নদীর সেন্সর ইত্যাদি স্থানীয় তথ্য পাঠায়। IoT ডিভাইসের মাধ্যমে কৃষিজমি, শহরের ট্রাফিক বা বায়ুদূষণ সম্পর্কিত তথ্যও ডিজিটাল টুইনে যুক্ত হয়।

ডিজিটাল টুইন আর্থ আসলে একটি প্রযুক্তিগত সিম্ফনি, যেখানে স্যাটেলাইট হলো চোখ, সেন্সর হলো কান, AI হলো মস্তিষ্ক, আর সুপারকম্পিউটার হলো হৃদপিণ্ড। এরা একসাথে কাজ করেই পৃথিবীর একটি জীবন্ত ডিজিটাল প্রতিরূপ তৈরি করছে।

ডিজিটাল টুইন আর্থ কেবলমাত্র একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক মডেল নয়; এটি বাস্তবে মানবসভ্যতার জন্য বহুমুখী ব্যবহারিক ক্ষেত্র উন্মোচন করছে। নিচে প্রধান প্রধান ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো;

জলবায়ু পরিবর্তন একবিংশ শতকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ডিজিটাল টুইন আর্থ এই ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কত পরিমাণ কার্বন নির্গত হচ্ছে এবং তা বায়ুমণ্ডলে কী প্রভাব ফেলছে তা রিয়েল-টাইমে দেখা সম্ভব। আগামী দশকগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা কীভাবে বাড়বে, তা AI-ভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে অনুমান করা যায়। মেরু অঞ্চলের বরফ গলনের হার পর্যবেক্ষণ করে উপকূলীয় শহরগুলির ভবিষ্যৎ ঝুঁকি চিহ্নিত করা সম্ভব।

ডিজিটাল টুইন আর্থ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর। স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে ঝড়ের গতি, দিক ও শক্তি অনুমান করে আগাম সতর্কতা দেওয়া যায়। নদীর জল প্রবাহ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ভূমির টপোগ্রাফি বিশ্লেষণ করে কোন অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা বেশি তা জানা যায়। ভূ-তাত্ত্বিক ডেটা ও সেন্সর ব্যবহার করে ভূমিকম্পের সম্ভাব্য প্রভাব মডেল করা যায়। এর ফলে মানবজীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

শহরগুলোতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, যানজট, দূষণ ও অব্যবস্থাপনা ডিজিটাল টুইন আর্থের মাধ্যমে আরও দক্ষভাবে সমাধান করা যায়। শহরের রাস্তা, ঘরবাড়ি, জনসংখ্যা, ট্রাফিক প্রবাহ ইত্যাদির ডিজিটাল প্রতিরূপ তৈরি হয়। কোথায় নতুন সবুজ এলাকা তৈরি করা উচিত, কোথায় গাড়ির চাপ কমানো দরকার, তা আগেই বোঝা যায়। সেতু, রেলপথ, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিকল্পনায় বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

খাদ্য উৎপাদন সরাসরি নির্ভরশীল আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর। ডিজিটাল টুইন আর্থ কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। সেন্সর ও স্যাটেলাইট ডেটা দিয়ে কোন অঞ্চলে কী ধরনের ফসল ফলানো উচিত তা নির্ধারণ করা যায়। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, খরা পরিস্থিতি আগেই চিহ্নিত করা সম্ভব। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট তৈরি হতে পারে তা বোঝা যায় এবং আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণে সহায়ক হয়।

ডিজিটাল টুইন আর্থ নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। কোথায় সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা বেশি তা নির্ধারণ করা যায়। বন উজাড়ের হার, বন্যপ্রাণীর চলাচল, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি বোঝা যায়। বায়ু ও জল দূষণের মাত্রা নিরীক্ষণ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ডিজিটাল টুইন আর্থ গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনন্য সম্পদ। ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান ও নগর পরিকল্পনা পড়ানো আরও জীবন্ত হয়ে উঠবে। গবেষকরা নতুন ডেটা ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তৈরি করতে পারবেন। নীতি নির্ধারকরাও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে উন্নত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

ডিজিটাল টুইন আর্থ হলো এক বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম, যা আমাদের জলবায়ু, পরিবেশ, শহর, কৃষি, শক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি, যেখানে আমরা পৃথিবীর যেকোনো পরিবর্তন আগেভাগেই বুঝতে ও মোকাবিলা করতে পারব। যতই সম্ভাবনাময় হোক না কেন, ডিজিটাল টুইন আর্থ বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো বোঝা জরুরি, কারণ এই সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলেই প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জন করতে পারবে। ডিজিটাল টুইন আর্থ পরিচালনার জন্য উন্নতমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং হাই-পারফরম্যান্স কম্পিউটিং (HPC) প্রয়োজন। সব দেশ সমানভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে না, ফলে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। সফটওয়্যার আপডেট, ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন ও মডেলের নির্ভুলতা বজায় রাখা একটি চলমান চ্যালেঞ্জ।

বিশাল আকারের স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক, সুপার কম্পিউটার, ডেটা সেন্টার এবং দক্ষ জনশক্তি বজায় রাখতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলো এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারলেও, উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ করা কঠিন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে বৈশ্বিক সহযোগিতা ব্যাহত হতে পারে।

পৃথিবী একটি যৌথ সম্পদ হলেও, সব দেশ সমানভাবে তথ্য ভাগাভাগি করতে আগ্রহী নয়। রাজনৈতিক স্বার্থ, সীমান্তসংক্রান্ত বিরোধ, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ইত্যাদি কারণে ডেটা শেয়ারিং জটিল হয়। আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো ও নীতিমালার অভাব একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

ডিজিটাল টুইন আর্থে সংরক্ষিত তথ্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। হ্যাকিং বা সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। ডেটা অপব্যবহার হলে তা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু অত্যন্ত জটিল। প্রতিটি পরিবর্তন (যেমন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাত বা নতুন মহামারির প্রভাব) সঠিকভাবে মডেল করা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বাভাস বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

ডিজিটাল টুইন আর্থ পৃথিবী বোঝার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও ডেটা সংগ্রহ, প্রযুক্তি, আর্থিক ব্যয়, নীতিমালা, নিরাপত্তা ও নৈতিকতার সীমাবদ্ধতা প্রকল্পটিকে ধীরগতি করতে পারে। তাই এগুলোকে সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি। ডিজিটাল টুইন আর্থ এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকলেও, ভবিষ্যতের পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা অপরিসীম। প্রযুক্তির উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়লে এটি বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের জন্য এক অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল টুইন আর্থ হলো একবিংশ শতকের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী ধারণা। এটি কেবলমাত্র পৃথিবীর একটি ভার্চুয়াল কপি নয়, বরং মানবসভ্যতার জন্য এক ডিজিটাল পরীক্ষাগার, যেখানে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নগর পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন এবং শক্তি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করতে পারি। তবে এর সফলতা নির্ভর করছে; বৈশ্বিক ডেটা ভাগাভাগি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, আর্থিক বিনিয়োগ, এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। ভবিষ্যতে যদি দেশগুলো একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তবে ডিজিটাল টুইন আর্থ মানবজাতিকে এক নতুন যুগে প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে;যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি পরিবর্তন আমরা বুঝতে পারব, পূর্বাভাস দিতে পারব এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

*লেখক: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# আরজি করের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে ধৃত প্রেমিক, সাত দিনের পুলিশ হেপাজত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। শনিবার রাতে অভিযুক্ত উজ্জ্বল সোরেনকে মালদা মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে মালদা আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর মা আলপনা সোরেনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ধৃতের বিরুদ্ধে খুন, আত্মহত্যায় প্ররোচনা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস-সহ এই রকম পাঁচটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যদিও এদিন ধৃত উজ্জ্বল সোরেন মালদা আদালতে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সামনে কোনরকম মন্তব্য করেননি।

এদিকে, মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত কিছু চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত বৃহস্পতিবার ওই চিকিৎসক ছাত্রী অচৈতন্য অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর জানা যায়, ওই ছাত্রী ১০ থেকে ১৫ টির-ও বেশি হাই পাওয়ারের ট্যাবলেট একসঙ্গে খেয়ে ফেলেছিল। যাতে লিভার এবং কিডনিতে সরাসরি প্রভাব পড়ে। এত উচ্চমাত্রার ওষুধ ওই চিকিৎসক পড়ুয়ার শরীর নিতে পারেনি। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর।

এদিকে, এই ঘটনায় মৃত চিকিৎসক ছাত্রীর মা আলপনা দেবীর অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে পরিকল্পনা করে মাদক জাতীয় ট্যাবলেট অথবা অন্য কিছু বিষাক্ত জিনিস খাইয়েই খুন করেছে প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেন। গত দেড় বছর আগে ওদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মাঝে অনিন্দিতা অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে পড়ে। বিয়ে না করতে চাওয়ায় গত ১১ সেপ্টেম্বর অনিন্দিতা তার প্রেমিকের সঙ্গে মালদায় দেখা করতে আসে। এরপর তারা মালদা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন একটি হোটেলে গত চার দিন ধরে ছিল। বৃহস্পতিবার অনিন্দিতাকে উজ্জ্বল মেডিক্যাল কলেজে অচৈতন্য অবস্থায় ভর্তি করে। শুক্রবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে অনিন্দিতার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সকালেই মৃত ছাত্রীর মা আলপনা দেবী ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ শনিবার রাতে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকে ওই ছাত্রকে প্রথমে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। সে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পাঠরতা ছিল। ধৃত চিকিৎসক পড়ুয়া উজ্জ্বল সোরেনের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানার বাটানগর এলাকায়। সে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পাঠরত। বেশ কিছুদিন ধরে এই দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তার পরেই এমন ঘটনা।

মৃত ছাত্রীর মা আলপনা দেবীর অভিযোগ, মেয়ে অনিন্দিতাকে চার দিন ধরে মালদার একটি হোটেলে আটকে রেখেছিল উজ্জ্বল। তিনি জানান, মেয়েকে ফেরত চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই তরুণ ওদের সম্পর্কের মধ্যে মাথা না-ঘামানোর হুমকি দিয়েছিল। যেহেতু মেয়ে উজ্জ্বলকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল, তাই পরিকল্পনা করে ওকে বিষক্রিয়ার মাধ্যমে খুন করা হয়। এই ঘটনার পিছনে ত্রিকোণ প্রেমের বিষয় যুক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কারণ, উজ্জ্বল নতুন একটি সম্পর্ক তৈরি করতে চলেছিল। তার আঁচ পেয়েছিল অনিন্দিতা। আর সেই কারণেই এরকম ভাবেই খুনের ঘটনাটি ঘটিয়েছে ওই তরুণ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও পরিবারকে দেওয়া যায়নি। সেই রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আপাতত মৃত চিকিৎসক পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

# মুর্শিদাবাদে আগুনে মৃত একই পরিবারের ৩ শিশু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিতলা:** ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মর্মান্তিক মৃত্যু হল যমজ দুই ভাই ও তাদের এক বোনের। রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘুমন্ত অবস্থায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তিন জনের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ। মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত বেণীপুর ভাঙ্গনপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই বালকের নাম সাহিল শেখ (৯) ও আদিল শেখ (৯)। এবং শিশুকন্যার নাম সাজিদা খাতুন (৬)। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, প্রাথমিক ভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় তিনটি বাড়ি। শয়ন শেখ, স্বয়ন শেখ ও নয়ন শেখ- এই তিন ভাইয়ের বাড়ি এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। শয়ন শেখ বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সারজিনা বিবি দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ আগুন লেগে যায় বাড়িতে। আশপাশের মানুষ চিৎকার করতে থাকেন। সেই সময় শয়ন শেখের স্ত্রী উঠে দেখেন চারদিক ধোঁয়ায় ভর্তি। তিনি কোনও রকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেও, দুই ছেলে ও এক মেয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। দুই শিশু ও এক শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত তিন জনের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় নশিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রানিনগর থানার পুলিশ ও স্থানীয় বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার বলেন, 'রাতেই খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। পরিবারের পাশে আমরা আছি।'

# ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বিস্ফোরক কীর্তি, বিজেপি-আরএসএস দেশবিরোধী বলে তোপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে কড়া আক্রমণ শানালেন রবিবার। বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস ও জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে স্পোর্টস ইনজুরি ও ফিজিওথেরাপি সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, '২৬ জন মানুষকে পাকিস্তান হত্যা করেছে, সেই দেশের সঙ্গেই আবার ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে ভারত! এ একেবারেই দেশবিরোধী কাজ।'

তিনি অভিযোগ করেন, আইসিসির সভাপতি জয় শাহ, যিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছেলে, মোদী সরকারের অনুমতিতে আর্থিক লাভের জন্য এই ম্যাচ আয়োজন করছেন। কীর্তি আজাদের বক্তব্যে উঠে আসে তীব্র ক্ষোভ, 'নরেন্দ্র মোদী নিজেই বলেছিলেন, সিন্ধুর জল বন্ধ করবেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। তা হলে আজ এই ম্যাচ হচ্ছে কেন? আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।' তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, 'বিজেপি আর আরএসএস দেশের গদ্দার। যাঁরা পাকিস্তানের হাতে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের রক্ত শুকোয়নি। আর আজকে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ হচ্ছে! আজকের ম্যাচ দেশের জন্য লজ্জাজনক।' পাশাপাশি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, 'আপনার নীতি আসলে কী? ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথায় কি দেশ চালাচ্ছেন?'

# নির্বিঘ্নে পরীক্ষা, ব্যাগ রাখতে ১০ টাকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** রবিবার এসএসসির দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় কালনা মহকুমার তিনটি সেন্টারে মোট ১৭১৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে বসেন। পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে প্রশ্নপত্র আসে পরীক্ষাকেন্দ্রে। পরীক্ষার্থীদেরও কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয় কড়া নিরাপত্তায়। যদিও এদিন পরীক্ষা ঘিরে এলাকায় কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অন্য দিকে, রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা কলেজে এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে এসে বিপাকে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। সকাল থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে ব্যাপক ভিড় জমে। ভিড় সামলাতে মাইকিং করে কালনা থানার পুলিশ। যানজট বেড়ে যাওয়ায় খুলে দেওয়া হয় স্টেডিয়ামের গেট। অভিভাবকদের সেখানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় পুলিশ।

ব্যাগ নিয়ে যাওয়া যাবে না পরীক্ষাকেন্দ্রে, তাই পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনেই দোকানগুলিতে ব্যাগ রাখার জন্য হুড়োহুড়ি পরে যায়। সুযোগ বুঝে ব্যবসায়ীরাও দোকানে ব্যাগ রাখতে ১০ টাকা করে নেওয়া হবে বলে কাগজ ঝুলিয়ে দেন দোকানের সামনে। অগত্যা ১০ টাকা দিয়েই সকলে দোকানে ব্যাগ রাখেন।

# আর্ট ক্যাম্পে সূচনা অকশন হাউসের

**মৃণালজিৎ গোস্বামী**

**শান্তিনিকেতন:** আর্যভট ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্যাম্প ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হল শান্তিনিকেতনে। শুক্রবার থেকে চলা এই ক্যাম্প চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর্যভট আর্ট গ্যালারির উদ্যোগে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি শুভ সূচনা করা হয় অকশন হাউসেরও। প্রকাশিত হয় প্রখ্যাত লেখক এবং কিউরেটর অমিত কল্লার 'ফ্রম ডট টু সার্কেল'। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বিজয় প্রভাত শুক্লা বলেন, 'আমরা এতদিন শিল্পীদের শিল্পকর্ম তুলে ধরতাম। এবার থেকে আমরা শিল্পীদের আরও শিল্প-কর্ম বিশ্বের দরবারে অকশন করার সুযোগ করে দেব, যার ফলে উপকৃত হবেন শিল্পীরা।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডক্টর উজ্জল সাহা বলেন, 'শুধু চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম নয়, নিউমাস্টিক কয়েন এবং নোট কালেক্টররাও তাঁদের পছন্দের বস্তুটিও কেনাবেচা করতে পারবেন অকশনের মধ্য দিয়ে।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পটনা কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পদ্মশ্রী শ্যামসুন্দর শর্মা ,ডিরেক্টর জেনারেল অফ ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট নিউ দিল্লির ডক্টর সঞ্জীব কিশোর গৌতম, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া ললিত কলা একাডেমির ভি নাগ দাস, বিশ্বভারতী কলা ভবনের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা কলাভবনের

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কমলদ্বীপ ধর, আর্জেন্টিনার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মার্কোস, বুলগরিয়ার চিত্রশিল্পী স্টেফান পেটকাভ ও আগলিকা জরজিইভা, প্রখ্যাত কালেক্টর রবি সেবক, শৈলেন ঘোষ, ডক্টর বিশ্বরূপ ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চেতনা কাউর। এই কয়দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে চলবে বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

# নোয়া খুলতে বলায় পরীক্ষা না-দিয়েই বাড়ি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** 'নতুন বিবাহিত, হাতের নোয়া খুলব না'- এই বলে পরীক্ষা না-দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন এক এসএসসি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার হলে ঢোকার সময় হাতের নোয়া খুলতে বলায়, নোয়া না-খুলে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ির পথে। সধবা মেয়ে সিঁদুর-শাখা-নোয়া কেন খুলব, প্রশ্ন পরীক্ষার্থীর। বিবাহিত মহিলা পরীক্ষার্থীর দাবি,'নোয়া খুলব না, তাতে পরীক্ষা না দিতে হয়, দেব না।' আর এক পরীক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত নোয়া খুলেই পরীক্ষা দিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা অবশ্য জানান, এরকম অভিযোগ তাঁদের কাছে আসেনি।

কালনা হিন্দু গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে রবিবার এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯৭। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখেনি প্রশাসন। পরীক্ষার্থীদের জানানো হয়েছিল, কোনও রকম ধাতবও জিনিস সঙ্গে করে আনা যাবে না। তাই বিবাহিত মেয়েদের হাতের পলা, নোয়া খুলে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ মানতে বলে প্রশাসন। কিন্তু দু'জন পরীক্ষার্থী হাতের নোয়া খুলতে নারাজ ছিলেন। একজন শেষমেশ নোয়া খুলে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকলেও, আর এক বিবাহিত মহিলা প্রার্থী পরীক্ষা না-দিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

# পণের অর্থ না-দেওয়ায় বধূহত্যার অভিযোগ, উত্তেজনা রানিগঞ্জে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল রানিগঞ্জের আমকুলা গ্রাম অঞ্চলে। ওই গৃহবধূর বাপেরবাড়ির সদস্যরা মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ির উপর হামলা চালায়, ভাঙচুর চালানো হয়। ভেঙে ফেলা হয় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র। এমনকী, মারধর করা হয় মৃতার শ্বশুর ও শাশুড়িকে। এই বিষয়ে গ্রামবাসীরা বাধা দিতে গেলে তাঁদেরও অকথ্য ভাষায় মৃতার পরিবারের লোকেরা গালাগাল করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটিকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় মৃতার স্বামীকে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, দু'বছর আগে আমকুলা গ্রামের বাসিন্দা পার্থ গোপের সঙ্গে বিয়ে হয় গৌরাণ্ডির নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর তেইশের পাপিয়া গোপের। মেয়ের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই প্রায়শই টাকার দাবিতে, পণ দেওয়ার দাবিতে তাদের মেয়ের ওপর অত্যাচার চালানো হত। অভিযোগ, ইদানীং কয়েক লক্ষ টাকা চাইছিলেন মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। টাকা না-দেওয়া মেয়েকে ও তাঁর সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলে তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়া হয় বলেই দাবি। এর পরই নানা ভাবে তাঁর মেয়ের ওপর অত্যাচার চালানো হত বলে দাবি করেছেন মেয়ের মা, মাসি, মামা সকলেই। এদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে রানিগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথম দফায় দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পরে মেয়ের বাড়ির লোকেরা হামলা চালাচ্ছেন, এই কথা জানতে পারার পরই দ্রুত পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুরো ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় আমকুলা গ্রাম অঞ্চলে। পুলিশ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

*সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে বীরভূম অনুভবে টুলটুল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নৃত্যাঙ্গন বিদ্যানিকেতন এবং মিউজিক ইনস্টিটিউট উদয়পুর রাজস্থানের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'মাহ ভাদর'শীর্ষক ধ্রুপদী নৃত্যের অনুষ্ঠান।*

# রক্তদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** রবিবার হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে ব্লাইন্ড স্কুলের কাছে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয় ও চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

এই রক্তদান শিবিরে ৭২ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, স্থানীয় কাউন্সিলর মানসী সিংহ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা ওয়ার্ড সভাপতি মানিক সিংহ-সহ বিশিষ্টরা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানিক সিংহ।

# যুবতী নিগ্রহে ধৃত সেক্রেটারি নবগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** কোন্নগরে বেসরকারি হোমে যুবতীকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ওই হোমের কর্ণধার, সেক্রেটারি-সহ দুই কর্মীকে শুক্রবারই গ্রেপ্তার করেছে। জানা যাচ্ছে, হোমের সেক্রেটারি নবগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য।

এব্যাপারে নবগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব মজুমদার বলেন, 'আবাসিক ওই যুবতী খুবই মেধাবী। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ওই হোমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে একবার আমাদের পার্টি অফিসে এসেছিলেন। আমরা বলেছিলাম পুলিশে অভিযোগ জানাতে। অভিযুক্ত এখন আর তৃণমূল করেন না।'

বিজেপির নবগ্রাম মণ্ডল সভাপতি রাজেশ রজক বলেন, 'ওকে আমরা চিনি। ওর অনেকগুলো রূপ আছে। তৃণমূলের সদস্য ছিলেন। যদি অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে পুলিশ ব্যবস্থা নিক। তৃণমূল করেন, তাই পঞ্চায়েতের সঙ্গে ওঠাবসা তো থাকবেই।' যদিও হোমের কর্মীদের একাংশ জানান, হোমের কর্ণধার ভালো লোক। তাঁরা দীর্ঘদিন দেখছেন, কখনও খারাপ কিছু চোখে পড়েনি।

সম্প্রতি উত্তরপাড়ার একটি বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধারকে শিলনোড়া দিয়ে থেঁতলে খুন করে পালিয়ে যায় দুই আবাসিক। কয়েকমাস আগে অন্য একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক আবাসিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। উত্তরপাড়ার বেসরকারি হোম এবং নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে বারবার।


**জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, সুজয় ভাওয়াল এবং ভাস্বতী ভাওয়াল গন, নিবাস- ১২০৮, সেক্টর আর ১২, লিলিআম বিল্ডিং, নাহার অমৃত শক্তি, চান্দিভালি, আন্ধেরী ইস্ট, মুম্বাই-৪০০ ০৭২, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী (৬ ট্রটার্স ফিল্ড রান, পিটসফোর্ড, নিউ ইয়র্ক-১৪৫৩৪, ইউএসএ) এর নিকট থেকে তার অ্যাটর্নি হোল্ডার (রেজিঃ নং ৩০০৫৬২০, তারিখ ১৬.১০.২০২০, কনস্যুলেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, নিউ ইয়র্ক) এর মাধ্যমে একটি সম্পত্তি ক্রয় করেছেন।
উল্লিখিত সম্পত্তির মিউটেশন এর জন্য আবেদন করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনোরূপ দাবি অথবা আপত্তি থাকে, তাহলে প্রমাণ সহ লিখিতভাবে ১৫ দিনের মধ্যে তা জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় মিউটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

**তফসিল**

মৌজা উত্তর চন্ডিপুর, জেএল ৬০, এলআর খতিয়ান ৩২৯, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৯৬/৫২৬, গ্রাম পঞ্চায়েত- সাত্তোর, জেলা- বীরভূম, থানা- পাড়ুই -এর অন্তর্গত বিল্ডিং সহ ৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি (১৩২৭ বর্গফুট পাকা + ৯৬৬ বর্গফুট মাটির বাড়ি)।

শুভেচ্ছান্তে,
দ্য ইয়ং জুরিস্ট (টিওয়াইজে) এর পক্ষে
স্বা/-অংশীদার
"মেল: info@theyoungjurist.com অথবা যোগাযোগ করুন: ৮৭৫ ০২১৮ ১০০"

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/036/25-26 Dated 12.09.25 | Repairing of Bituminous Road From Mallpara More To Salt Test Company & From Mall Para More To Ration Shop In Ward No-34 Under Rajpur Sonarpur Municipality | Rs. 14,93,629.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/037/25-26 Dated 12.09.25 | Repairing of Bituminous Road at Baghanghata-Kalapur Sports Complex play ground, Jana Mongal club, Swapan Rudra House, Pradip Dhar House, Sukanta Pally and Various Places in Ward No-33 | Rs. 14,01,703.00 |

Bid Submission end date 23.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur Sonarpur Municipality

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/052/25-26 Dated 12.09.25 | Upgradation of Surface Drain from H/O Sujan Mistry to H/O Nitai Naskar (Proposed Sl. No.-1) at Booth No.-140 of Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151, Sonarpur Uttar. | Rs. 1,19,261.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/053/25-26 Dated 12.09.25 | Upgradation of Surface Drain from H/O Ranjit Bhadhukha to H/O Manoni Halder (Proposed Sl. No.-2) at Booth No.-140 of Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151, Sonarpur Uttar. | Rs. 1,60,255.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/054/25-26 Dated 12.09.25 | Upgradation of Surface Drain from H/O Dhananjay Shaw to H/O Biswajit Biswas (Proposed Sl. No.-3) at Booth No. 140 of Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151, Sonarpur Uttar. | Rs. 1,84,481.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/055/25-26 Dated 12.09.25 | Upgradation of Surface Drain from H/O Sabita Naha to H/O Nirmal Paik (Proposed Sl. No.-4) at Booth No.-140 of Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151, Sonarpur Uttar. | Rs. 1,48,587.00 |

Bid Submission end date 23.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

**SBI** স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন : (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: টি. ভট্টাচার্য, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১) ও ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **প্রতিকী দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়- তারিখ- ০৪.১০.২০২৫
অকশনের সময়- সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

| ক্র. নং | ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম | যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ | বকেয়া পাওনা | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা(গণ):** **১) মহঃ মাজিদ** পিতা- প্রয়াত আব্দুল জব্বার **২) নাহিদা খাতুন** স্বামী- মহঃ মাজিদ **উভয়ের ঠিকানা:** ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফাসি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০০১১ এছাড়াও ঠিকানা- এফআর ২, চতুর্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফারতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি১, ফেজ-২, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, পোস্ট- গাড়িয়া, কলকাতা - ৭০০৮৪। এছাড়াও ঠিকানা: ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, ফাসি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা- ৭০০০১১। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং এফআর-২, চতুর্থ ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার পরিমাপ প্রায় ১১৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, এবং এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি গাড়ি পার্কিং স্থান যার নং ২, সেইসঙ্গে বহুতল ভবনের নিচে অবস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ এলাকা সহ, যা প্রায় ৯.৯০ ডেসিমেল বা প্রায় ০৬ কাঠা পরিমাপের জমির উপর নির্মিত। এই সম্পত্তিটি মৌজা-বারহাঁস ফর্তাবাদ, জে.এল. নং ৪৭, আর.এস. দাগ নং ৩৯৭৩ ও ৩৯৭৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৫, ১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩, স্কিম প্লট নং এসসি-১, ফেজ -২-এর মধ্যে, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, থানা- সোনারপুর, পোস্ট- গাড়িয়া, কলকাতা- ৭০০৮৪, হোল্ডিং নং ৮২৮, নর্থ-ইস্ট ফর্তাবাদ, রাজপুর- সোনারপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২৮, থানা- সোনারপুর, এ.ডি.এস.আর.ও. গাড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। সম্পত্তিটি ২০১৮ সালের **১৬২৯০৪৪৩১ নং দলিল অনুযায়ী মহঃ মজিদের নামে আছে,** যা বুক-১, ভলিউম **১৬২৯-২০১৮,** পৃষ্ঠা ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০ পর্যন্ত তে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, এ.ডি.এস.আর. গাড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত। **(সম্পত্তিটি ব্যাংকের প্রতীকী দখলে আছে)** | ৫৬,২৫,০০০.০০ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য। যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭৪১৬০৫, ৯৬৭৪৭২৯১৪৯ | ৪৪,৭৬,০০০.০০ টাকা; ৪,৪৭,৬০০.০০ টাকা; ২৫,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ: ২৬.০৯.২০২৫ |
| ২. | **ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স সারদা বস্ত্রালয়** স্বত্বাধিকারী- প্রদীপ দাস মহাপাত্র শ্রীমতী চঞ্চলা দাস মহাপাত্র স্বামী- শ্রী প্রদীপ দাস মহাপাত্র **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম- খারুই কোটেবাড়, পোস্ট- খারুইগড়, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪২৯। **শ্রী প্রদীপ দাস মহাপাত্র** পিতা- শম্ভু দাস মহাপাত্র গোবর্ধনপুর, কোটবর, পোস্ট- খারুইগড়, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪২৯। | **সম্পত্তি: ১,** জমি এবং ভবন ২ ডেসিমেল পরিমাপের, মৌজা - খারুই কোটবড়, থানা - পটাশপুর, জে.এল. নং- ৮২, খতিয়ান নং - ১৯০ ( সাবেক ) ২২৮, ২২১৭ (এল.আর.), প্লট নং- ৫৪৭, ২০১৪ সালের দলিল নং ০৭২৭৬ অনুসারে, বুক নং- ১, ভলিউম নং- ২৪, পৃষ্ঠা- ২৬৪৭ থেকে ২৬৫৬ তে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি প্রদীপ দাস মহাপাত্র ও চঞ্চলা দাস মহাপাত্রের নামে আছে। **সম্পত্তি:২,** জমি ১৪ ডেসিমেলের মধ্যে ১০ ডেসিমেল জমি, মৌজা- গোবর্ধনপুর, থানা পটাশপুর, জে.এল. নং- ৯৪, খতিয়ান নং- ২৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭১০ (পূঃ), আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং- ৭১৫, ২০০৩ সালের দলিল নং ৩০১৮ অনুসারে, ভলিউম নং- ৮৭, পৃষ্ঠা- ১৯৬ থেকে ২০১-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **প্রদীপ দাস মহাপাত্র,** পিতা- শম্ভুনাথ দাস মহাপাত্রের নামে আছে। **(সম্পত্তি ব্যাংকের প্রতীকী দখলে আছে)** | ৩৪,৩২,০০০.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ২৬.০৮.২০২২ তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য। যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭৪১৬০৫, ৯৬৭৪৭২৯১৪৯ | সম্পত্তি-১: ২৩,৪৯,০০০.০০ টাকা; ২,৩৪,৯০০.০০ টাকা; ২৫,০০০.০০ টাকা; সম্পত্তি-২: ৯,০০,০০০.০০ টাকা; ৯০,০০০.০০ টাকা; ২৫,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ: ২৬.০৯.২০২৫ |

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

**ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

তারিখ: ১৫.০৯.২০২৫, স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**PRE-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF:**

# SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

**Having its registered office at:** 2, Red Cross Place, Kolkata - 700001, West Bengal, India; **Tel:** +91-33-22487406/07; **Website:** https://www.somatextiles.com/
**Email Id:** investors@somatextiles.com and cs@somatextiles.com; **Corporate Identification Number (CIN): L51909WB1940PLC010070**

**OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 82,64,942 (EIGHTY TWO LAKHS SIXTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED AND FORTY TWO) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10/- (INDIAN RUPEES TEN ONLY) EACH ("OFFER SHARES"), REPRESENTING 25.02% (TWENTY FIVE POINT ZERO TWO PERCENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY ROADWAY SOLUTIONS INDIA INFRA LIMITED ("ACQUIRER") ALONG WITH AMEET HARJINDER GADHOKE ("PAC 1") AND TEJA RANADE GADHOKE ("PAC 2"), PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("OPEN OFFER" OR "OFFER").**

This pre-offer advertisement and corrigendum to the DPS ("**Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum**") is being issued by Mefcom Capital Markets Limited, the manager to the Open Offer ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer along with Ameet Harjinder Gadhoke **("PAC 1")** and Teja Ranade Gadhoke **("PAC 2")** in respect of the Offer to the Public Shareholders of the Target Company to acquire up to 82,64,942 (Eighty Two Lakhs Sixty Four Thousand Nine Hundred And Forty Two) fully paid up Equity Shares of face value of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each, representing 25.02% (Twenty Five Point Zero Two Percent) of the Voting Share Capital, pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("**SEBI (SAST) Regulations**" and any reference to a particular "**Regulation**" in this Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations). The detailed public statement, in relation to the Open Offer was published on behalf of the Acquirer in Financial Express (English daily – All Editions), Jansatta (Hindi - All Editions), Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) and Ek Din (Bengali) (Kolkata Edition), on July 16, 2025 ("**Detailed Public Statement**" or "**DPS**").

This Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum should be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated July 09, 2025 ("**PA**"), (b) the DPS dated July 15, 2025, (c) the Letter of Offer dated September 06, 2025 ("**LoF**"). This Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

For the purposes of this Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum, the following terms would have the meaning assigned to them herein below:

(a) "**Equity Shares**" or "**Shares**" means the fully paid-up equity shares of the Target Company of face value of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each.

(b) "**Identified Date**" means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period i.e. September 01, 2025, Monday for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the Letter of Offer in relation to this Offer shall be sent.

(c) "**Tendering Period**" shall have the meaning as ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations which is the period within which the Public Shareholders may tender their Offer Shares in acceptance of this Open Offer i.e., from September 16, 2025, Tuesday to September 29, 2025, Monday; and

(d) "**Working Day(s)**" has the meaning ascribed to it in the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used but not defined in this Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum have the meanings assigned to such capitalized terms in the PA, DPS and/or LoF, as the context may require.

1. **Offer Price**: The offer price is INR 47.14/- (Indian Rupees Forty-Seven and Fourteen Paise Only) per Equity Share ("**Offer Price**") payable in cash. There is no revision to the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 7 (*Offer Price and Financial Arrangements*) of the Letter of Offer on Page 38.

2. **Recommendation of the committee of independent directors:** The committee of independent directors ("**IDC**") of the Target Company published its recommendation on the Open Offer on Friday, September 12, 2025, in the same newspapers in which the DPS was published. The IDC is of the view that the Open Offer made to the Public Shareholders at an Offer Price of INR 47.14/- (Indian Rupees Forty-Seven and Fourteen Paise Only) per Equity Share is fair and reasonable, and in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. However, the Public Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.

3. **Other details of the Offer:**

   (a) The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

   (b) The Offer is a mandatory offer being made by the Acquirer under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to the Public Shareholders of the Target Company.

   The dispatch of the LoF to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date (Monday, 01st September 2025) has been completed (through electronic mail or physical mode) by Tuesday, 09th September 2025. It is clarified that all the Public Shareholders (including those who have acquired the Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners, or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date or those who have not received the LoF) are eligible to participate in this Offer at any time on or prior to the completion of the Tendering Period. The LoF (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment and Transfer Deed) is also available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) from which the Public Shareholders can download / print a copy in order to tender their Equity Shares in the Open Offer.

   (c) Accidental omission to dispatch the LoF to the Public Shareholders to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the LoF by the Public Shareholders will not invalidate the Offer in any way.

   (d) **Tendering in case of Non-Receipt of LoF**:

   In case of non-receipt of the LoF along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgment, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the from the respective websites of SEBI (www.sebi.gov.in), Registrar to the Offer (www.in.mpms.mufg.com), the Stock Exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) or the Manager to the Offer (www.mefcomcap.in). Such Public Shareholders of the Target Company may also obtain copy of the LoF along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgment from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the LoF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of Equity Shares held, number of Equity Shares tendered, and (in case of shares in physical form) distinctive numbers and folio numbers, and (in case of shares in dematerialized form) client ID number, DP name, DP ID number and beneficiary account number, and other relevant documents as mentioned in LoF and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in the Public Announcement, the DPS and the LoF. Any such applications must be sent to the Registrar to the Offer, so as to reach the Registrar to the Offer during business hours on or before 5 p.m. on the date of closure of the Tendering Period of this Offer.

4. Public Shareholders are requested to refer to Paragraph 9 (*Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer*) of the Letter of Offer on Page 44 in relation to *inter alia* the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are also required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of the procedure for tendering the Equity Shares in the Offer is as below:

   (a) In case of Equity Shares held in dematerialised form: The Equity Shareholders who are holding the Equity Shares in dematerialized form and desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their Selling Broker, indicating details to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. Resident Public Shareholders holding shares in dematerialized form are not required to fill any Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, unless required by their respective Selling Broker. Further, please refer to Paragraph 9 (*Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer*) of the Letter of Offer for the procedure for tendering to be followed by Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form.

   (b) In case of Equity Shares held in physical form: Public Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Open Offer shall approach the Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the following: (i) Form of Acceptance-cum-Acknowledgement duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by the sole/joint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) and in the same order and as per specimen lodged with the Target Company; (ii) original share certificate(s); (iii) valid share transfer form(s) i.e. Form SH-4 duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Target Company; (iv) self-attested copy of the shareholder's PAN Card; and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. Further, please refer to Paragraph 9 (*Procedure for Acceptance and Settlement of the Open Offer*) of the Letter of Offer for the procedure for tendering to be followed by Public Shareholders holding Equity Shares in physical form.

5. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on Wednesday, July 23, 2025. SEBI *vide* their observation letter bearing reference no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR2/P/OW/2025/0000023193/1 dated August 29, 2025 **("SEBI Observation Letter"),** issued its observations on the Draft Letter of Offer. The observations specified in the SEBI Observation Letter have been incorporated in the LoF. This Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum also serves as a corrigendum to the PA, DPS and DLoF.

6. **All material changes since the date of the PA and observations specified in the SEBI Observation Letter have been incorporated in the Letter of Offer and have been disclosed below for reference. The Public Shareholders are requested to note the following key changes to the DLoF in relation to the Open Offer:**

   (i) The words "to the best of knowledge of" as stated is Paragraph VI (1) of the DPS, has been removed and consequently the updated statement is now reflecting in the LoF in Point no. 3 on Cover Page, Point no. B 2 under '*Risk relating to this Offer*' on Page 3, Clause 3.2.15 on Page 19 and Clause 8.19.1 on Page 43.

   (ii) The following Paragraph 10 on Page 5 of the DLoF has been deleted in the LoF:

   The information contained in this DLOF is as of the date of this DLOF unless expressly stated otherwise. The Acquirer, the PACs and the Manager to the Offer are under no obligation to update the information contained herein at any time after the date of this DLOF.

   (iii) Paragraph II (3) of the DPS (*Object of the Offer)* and Paragraph 3.3.2 (*Object of the Offer*) on Page 20 of the LoF has been updated and Paragraph C (6) (*Risks involved in associating with the Acquirer and PACs*) on Page 6 of the LoF has been added, with the following statement:

   The Acquirer intends to harness the potential of the Target Company to expand and consolidate into new commercial lines of business, thus encompassing diversification and operational efficiency. While the Target Company operates in the business of trading cotton and the Acquirer is primarily engaged in construction and other allied activities, the acquisition provides the Acquirer an opportunity to diversify into a new sector, reduce concentration risk in its existing business, and leverage potential synergies through optimal utilization of resources. The Acquirer reserves the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders of the Target Company. Any change in the structure that may be carried out, will be in accordance with applicable laws. Following the completion of the Underlying Transaction, the Acquirer intends to support the management of the Target Company in their efforts towards the sustained growth of the Target Company. Further, the Acquirer will strive to utilize combined resources of the Acquirer and Target Company in an effective manner.

   (iv) A new Paragraph C (7) (*Risks involved in associating with the Acquirer and PACs*) has been added on Page 6 of the LoF with the following statement:

   On the basis of the latest audited financial statement of the Acquirer, i.e. FY 2023-24, contingent liabilities include contingent liabilities of the Acquirer group in the form of guarantees amounting to INR 450.39 Crores. The key financial information of the Acquirer, audited by M/s Khanvalkar Karwe and Associates, based on its consolidated audited financial statements as at and for the 12 (twelve) month periods ended March 31, 2024, March 31, 2023 and March 31, 2022 are set out in Paragraph 4.1.19 on Pages 25 and 26 of this LoF.

   (v) Notes under Paragraph (I) B (1) (*Details of the Seller)* and Paragraph II (1) (g) (*Summary of the SPA)* of the DPS and Paragraph 3.1.2 on Page 13, Paragraph 3.1.10 on Page 16, Paragraph 3.3.6 on Page 21, Notes (1) under Paragraph 5.1 on Page 30, Notes (1) under Paragraph 5.2 on Page 31 of the LoF have been updated as follows:

   Pursuant to this Offer and the transactions contemplated in the Share Purchase Agreement, the Acquirer and PACs will acquire control over the Target Company and the Acquirer along with the PACs shall become and be classified as the 'promoters' of the Target Company in accordance with the SEBI (LODR) Regulations. The Sellers shall: (i) cease to be in control of the Target Company; (ii) cease to hold any shares or voting rights in the Target Company; and (iii) be re-classified as 'public' in accordance with SEBI (LODR) Regulations and cease to be the 'promoters' of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the SEBI (LODR) Regulations.

   (vi) Paragraph II (1) (g) (*Summary of the SPA)* of the DPS and Paragraph 3.1.9 (o) on Page 16 of the LoF has been updated by addition of the following statement:

   Notwithstanding the termination of SPA, the obligation to make an open offer shall continue, unless the conditions specified under Regulation 23(1)(c) of SEBI (SAST) Regulations are satisfied.

   (vii) Paragraphs I (D) (12) (*Details of the Offer*) and VI (4) (*Statutory and other Approvals required for the Offer*) of the DPS and Paragraph 3.2.15 (*Details of the offer*) on Page 19 of LoF has been updated as follows:

   As on the date of this LOF, there are no statutory approval(s) required to acquire the Equity Shares that are validly tendered pursuant to this Offer and/or to complete the Underlying Transaction, save and except as set out in Paragraph 8.18 (Statutory Approvals and conditions to the Offer) of this LOF. However, if any statutory approval(s)becomes applicable prior to the completion of the Offer, the Offer would also be subject to such statutory approval(s)being obtained. Where the statutory approvals extend to some but not all Public Shareholders, the Acquirer and the PACs will have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.

   (viii) Paragraph 3.2.24 (*Details of the Offer*) on Page 20 of the LoF has been updated as follows:

   The Manager to the Offer, and the Target Company have not received any complaints in relation to the Open Offer.

   (ix) Paragraph 4.1.5 (*Background of the Acquirer and the PACS*) on Page 21 of the LoF has been added as follows:

   Under the Share Purchase Agreement, the Acquirer along with Ameet Harjinder Gadhoke and Teja Ranade Gadhoke, intends to acquire the Sale Shares from the Sellers. Accordingly, for the purpose of the Open Offer, only Ameet Harjinder Gadhoke and Teja Ranade Gadhoke, are referred to as PACs and Navjeet Gadhoke (who is a director of the Acquirer) is excluded from being designated as a PAC. Further, all other shareholders of the Acquirer, who are not parties to the SPA, are classified as deemed PACs for the purpose of the Open Offer and shall be designated as promoters/ members of the promoter group post completion of the Open Offer.

   (x) Paragraph 4.1.11 (*Background of the Acquirer and the PACS*) on Page 22 of the LoF have been added as follows:

   *Mr. Navjeet Harjinder Singh Gadhoke, and all other shareholders of the Acquirer (as set out in the table in paragraph 4.1.13 below), who are not parties to the SPA, will be classified as deemed PACs for the purpose of the Offer and shall be designated as 'promoters'/ 'members of the promoter group' of the Target Company, post completion of the Offer.

   (xi) Note to Paragraph 4.1.13 (*Background of the Acquirer and the PACS*) on Page 22 of the LoF has been added as follows:

   Note: Mr. Navjeet Harjinder Singh Gadhoke (who is a director, shareholder and is one of the promoters of the Acquirer), and all other shareholders of the Acquirer (as set out in the table above), who are not parties to the SPA, will be classified as deemed PACs for the purpose of the Offer and shall be designated as 'promoters'/ 'members of the promoter group' of the Target Company, post completion of the Offer.

   (xii) Paragraph 4.3.2 (*Confirmation and Undertaking by the Acquirer and PACs*) on Page 27 of the LoF has been added as follows:

   The Acquirer and PACs have not acquired any shares of the Target Company prior to the Share Purchase Agreement.

   (xiii) Paragraph I (3) (iii) (*Undertaking*) of DPS and Paragraph 4.3.5 (*Confirmation and Undertaking by the Acquirer and PACs*) on Page 27 of the LoF has been updated with the addition of the following statement:

   As on date of this Letter of Offer, there are no directions subsisting or proceedings under the SEBI Act and the regulations made thereunder pending against the Acquirer and its Promoters/ shareholders/ ultimate beneficial owners, and directors and the PACs. Further, as on the date of this Letter of Offer, there are no actions/ penalties taken/ levied by SEBI/ RBI/ Stock Exchanges under the SEBI Act, 1992 and regulations against the Acquirers and its Promoters, shareholders, ultimate beneficial owners, and directors; and the PACs.

   (xiv) Paragraph I (C) (7) (*Details of Soma Textiles & Industries Limited 'Target Company')* of the DPS and Paragraph 6.9 *(Background of Soma Textiles & Industries Limited ('STIL' or Target Company)* on Page 32 of the LoF has been updated as follows:

   As per the shareholding pattern filed by the Target Company with the Stock Exchanges for the quarter ended June 30, 2025, the Target Company has disclosed that: (i) there are no partly paid up Equity Shares; (ii) it has not issued any convertible securities; (iii) it has not issued any warrants; (iv) there are no locked in Equity Shares of the Target Company; (v) there are no shares against which depository receipts are issued. There are no equity shares of the Target Company, carrying differential voting rights and (vi) there is no pledge created on the Equity Shares of the Target Company.

   (xv) Paragraph 6.12 *(Background of Soma Textiles & Industries Limited ('STIL' or Target Company)* on Page 33 of the LoF has been updated as follows:

   The Target Company is in compliance with the applicable provisions of the listing agreement as well as the SEBI (LODR) Regulations and other applicable laws, and no penal/punitive action has been taken against the Target Company by the Stock Exchanges on account of non-compliance with the listing agreement.

   (xvi) Paragraph 6.16 *(Background of Soma Textiles & Industries Limited ('STIL' or Target Company)* on Page 33 of the LoF has been updated as follows:

   The Target Company is not a promoter or part of promoter group of any other listed company.

   (xvii) Paragraph 6.17 *(Background of Soma Textiles & Industries Limited ('STIL' or Target Company)* on Page 33 of the LoF has been updated as follows:

   The promoters/ directors of the Target Company have no direct or indirect connection/ relation with the public shareholders of the Target Company.

   (xviii) Paragraph 6.18 *(Background of Soma Textiles & Industries Limited ('STIL' or Target Company)* on Page 35 of the LoF has been updated as follows:

   **Details of contingent liabilities of the Target Company:**

   The details of our contingent liabilities as of March 31, 2025, as derived from the audited consolidated financial statements are set forth below:

| Contingent Liabilities | As at March 31, 2025 (INR in Crores) |
|---|---|
| Sales Tax Payment disputed by the Target Company | 0.28 |
| Excise Duty demand disputed by the Target Company | 0.33 |
| Employee Provident Fund disputed by the Target Company | 1.14 |
| Claims against the Company not Acknowledged as debts | 0.49 |
| Disputed Income Tax Demand | 24.26 |
| **Total** | **26.50** |

   (xix) Paragraph 6.19 *(Background of Soma Textiles & Industries Limited ('STIL' or Target Company)* on Page 35 of the LoF has been updated as follows:

   **Pre and Post-Offer Shareholding Pattern of the Target Company (based on Issued, Subscribed & Paid-up Equity and Voting Share Capital) is as under:**

| Shareholders' Category | Shareholding/ voting rights prior to the SPA/ acquisition, Pref Issue and Offer | | Shares/voting rights agreed to be acquired which triggered off the SEBI (SAST) Regulations | | Shares/voting rights to be acquired in Open Offer (assuming full acceptances) | | Shareholding / voting rights after SPA, and Offer (A+B+C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (A) | | (B) | | (C) | | (D) | |
| | No. of shares | % | No. of shares | % | No. of shares | % | No. of shares | % |
| **1. Promoter / Promoter Group** | | | | | | | | |
| (a) Parties to Share Purchase Agreement | | | | | | | | |
| Parties to the Share Purchase Agreement | | | | | | | | |
| Surendra Kumar Somany | 36,65,735 | 11.10% | 36,65,735 | 11.10% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Surendra Kumar Somany HUF | 14,02,579 | 4.25% | 14,02,579 | 4.25% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Arvind Kumar Somany | 23,28,217 | 7.05% | 23,28,217 | 7.05% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Arvind Kumar Somany HUF | 1,26,631 | 0.38% | 1,26,631 | 0.38% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Prasann Somany | 7,31,900 | 2.22% | 7,31,900 | 2.22% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Sarvopari Investments Private Limited | 1,65,12,996 | 49.99% | 1,65,12,996 | 49.99% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| **Total (a)** | 2,47,68,058 | 74.98% | 2,47,68,058 | 74.98% | NIL | NIL | NIL | NIL |
| b) Promoters other than (a) above | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| **TOTAL 1 (a+b)** | **2,47,68,058** | **74.98%** | **2,47,68,058** | **74.98%** | **NIL** | **NIL** | **NIL** | **NIL** |
| **2. Acquirer** | | | | | | | | |
| Acquirer | NIL | NIL | 1,68,46,830 | 51.00 | 82,64,942 | 25.02% | 2,51,11,772 | 76.02 |
| **TOTAL 2** | **NIL** | **NIL** | **1,68,46,830** | **51.00** | **82,64,942** | **25.02%** | **2,51,11,772** | **76.02** |
| **3. PACs** | | | | | | | | |
| PAC 1 | NIL | NIL | 59,45,940 | 18.00 | NIL | NIL | 59,45,940 | 18.00 |
| PAC 2 | NIL | NIL | 19,75,288 | 5.98 | NIL | NIL | 19,75,288 | 5.98 |
| **TOTAL 3** | **NIL** | **NIL** | **79,21,228** | **23.98** | **NIL** | **NIL** | **79,21,228** | **23.98** |

*Continued on next Page.......*

# ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে খতম মাওবাদী নেতা

**রাঁচি, ১৪ সেপ্টেম্বর:** ঝাড়খণ্ডে ফের মাও- দমন অভিযান। নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু হল মাওবাদী নেতা মুখদেব যাদবের। তাঁর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্রসস্ত্রও।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকালে তারহাসি এবং মানাতু সংলগ্ন এলাকার জঙ্গলে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। তল্লাশি চলাকালীন পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে রীতিমতো নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দু'পক্ষের লড়াই চলার পর অবশেষে খতম করা হয় মাও নেতা মুখদেবকে। জানা গিয়েছে, মুখদেব 'তৃতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি' নামে নিষিদ্ধ সংগঠনের অন্যতম কমান্ডার ছিলেন। বহুদিন ধরেই তাঁর খোঁজ করছিল পুলিশ। তার মৃত্যু বড় সাফল্য বলেই মনে করছে নিরাপত্তাবাহিনী।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদমুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর থেকেই ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের মতো মাও অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে মাওবিরোধী অভিযান ব্যাপক গতি পেয়েছে। গোয়েন্দাদের মতে, বর্তমানে ছত্তিশগড় তেলেঙ্গানা সীমানাবর্তী কারেগুট্টা পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের অন্যতম শক্তঘাঁটি। এই এলাকা থেকে মাওবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে প্রায় ৩ হাজার আধাসেনাকে নামানো হয়েছে। ২১ এপ্রিল থেকে ওই অঞ্চলে শুরু হয়েছে অভিযান। এখনও পর্যন্ত ওই এলাকাজুড়ে অভিযান চালিয়ে ৩১ জনের বেশি মাওবাদীকে হত্যা করা হয়েছে।

# ব্রিটেনেও জ্বলল বিদ্রোহের আগুন

## অভিবাসন-বিরোধী মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার

**লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর: ফের এক দেশে বিক্ষোভের আগুন। এবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলল লন্ডনেও। শনিবার সেন্ট্রাল লন্ডন দেখল ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অন্যতম বড় ডানপন্থী বিক্ষোভ। লক্ষাধিক মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেন। সবার একই দাবি, অনাবাসীর সংখ্যায় রাশ টানতে হবে। টমি রবিনসনের নেতৃত্বে অ্যান্টি-ইমিগ্রেশন মিছিল হয় লন্ডন জুড়ে। বিক্ষোভে একাধিক পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে বলেও খবর।**

**বিতর্কের সূত্রপাত কিছু দিন আগের একটি গ্রেপ্তারিকে ঘিরে। ইথিওপিয়ার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে লন্ডনবাসী নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। বাইরে থেকে যাঁরা লন্ডনে যান, আইনি ছাড়পত্র না-পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা যে সমস্ত হোটেলে থাকেন, সেগুলিকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল ওই ঘটনার পর। শনিবারের বিক্ষোভের সঙ্গে তার মিল রয়েছে। বিক্ষোভকারীরা ইংল্যান্ডের লাল-সাদা পতাকা নিয়ে হেঁটেছেন দীর্ঘ পথ।**

**অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তাল ব্রিটেন। শনিবার লন্ডনের রাস্তায় এক লক্ষাধিক মানুষ মিছিল করেন। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউনাইট দ্য কিংডম'। বিক্ষোভকারীদের একাংশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের। অভিবাসন-বিরোধী মিছিলের বিরুদ্ধে পাল্টা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় 'মার্চ এগেনস্ট ফ্যাসিজম'। এই মিছিলে অবশ্য হাজার পাঁচেক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।**

# ঘুমন্ত ছাত্রদের চোখে আঠা সহপাঠীর

**ভুবনেশ্বর, ১৪ সেপ্টেম্বর:** হস্টেলের ঘরে ঘুমিয়েছিল ছাত্রেরা। অভিযোগ, সে সময় 'কৌতুক করে' তাদের চোখের পাতায় কড়া আঠা ঢেলে দেয় সহপাঠীরা। ঘুম ভাঙতেই বিপত্তি। চোখ খুলতে পারেনি আট ছাত্র। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ওড়িশার কন্ধমল জেলার ঘটনা। এই ঘটনায় আবাসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জেলাপ্রশাসন। ওই ছাত্রদের চিকিৎসার কিছু ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ওই ছাত্রেরা চিৎকার করে কাঁদছে।

## ময়দান

# ডুরান্ডের বদলা, জেসিনের জোড়া গোলে ডায়মন্ড কাটল ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা লিগের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ কোনটা? ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বি নাকি অন্য কোনও ম্যাচ? উত্তরটা হতেই পারে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার ম্যাচ। গত বছর থেকেই ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড ম্যাচ হয়েছে লিগের নির্ণায়ক ম্যাচ। রবিবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে সুপার সিক্স পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার এফসি। ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয়ী ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধের ১০ মিনিট ডায়মন্ড হারবার ইস্টবেঙ্গলকে কড়া চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে। তবে যত সময় এগিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ম্যাচে নিজেদের আধিপত্য বাড়িয়েছে। ম্যাচের শুরুতেই বড় ধাক্কা ডায়মন্ড হারবারের। দলের নতুন সংযোজন সাইডব্যাক রুহুল কুদ্দুস পুরকাইয়েত চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান। ৫ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় তন্ময় দাস। ম্যাচের ৮ মিনিটে সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। বক্সের বাইরে নসিবের চেষ্টা বিফলে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই চাকু মান্ডি ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। ১৬ মিনিটে আমন সিকের পাসে বিষ্ণুর শট গোলপোস্টের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। ২৬ মিনিটে আমন সিকে বল বাড়ান বিষ্ণুকে। পিভি বিষ্ণুর পাসে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা। ৩৪ মিনিটে ডেভিডের হেড থেকে বিষ্ণুর শট ডায়মন্ড হারবার গোলকিপার সুস্নাত মালিক বাঁচিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল একাধিক আক্রমণ করলেও, গোল করতে ব্যর্থ। ৬১ মিনিটে আমনের জায়গায় গুইতে এবং ডেভিডের জায়গায় জেসিনকে নামায় ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ।

# বাংলা ক্রিকেটের মসনদে মহারাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সিবি নির্বাচনে সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই পদে অন্য কোনও প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি। ফলে ৬ বছর পর ফের বঙ্গ ক্রিকেট প্রশাসনে সৌরভের প্রত্যাবর্তন এখন কার্যত নিশ্চিত। ইডেনে সৌরভের সঙ্গে তাঁর পুরো প্যানেল মনোনয়ন জমা দেয়। সচিব পদে রয়েছেন বাবলু কোলে, যুগ্ম-সচিব হিসেবে মদন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ পদে সঞ্জয় দাস এবং সহ-সভাপতি হিসেবে অনু দত্তর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

*প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন জমা দিতে রবিবার সিএবিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে দাদা স্নেহাশিস।*

# ৩২ বছর পর ইউরোপে দাপট, ডেভিস কাপে সুইৎজারল্যান্ডকে হারাল ভারত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সুইৎজারল্যান্ডের টেনিস ইতিহাসে রজার ফেডেরারের নাম এক অমলিন অধ্যায়। সেই দেশের মাটিতেই এবার ইতিহাস লিখে দিল ভারতীয় টেনিস দল। ডেভিস কাপ বিশ্ব গ্রুপ 'ওয়ান'-এর টাইয়ে ভারত ৩-১ ব্যবধানে হারাল সুইসদের। এই জয় শুধু একটি ম্যাচ জেতা নয়, বরং ভারতীয় টেনিসের আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যতের জন্য এক মাইলফলক। দীর্ঘ ৩২ বছর পর ইউরোপের মাটিতে কোনও শক্তিশালী ইউরোপীয় দলকে হারাল ভারত। শেষবার ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে জিতেছিলেন লিয়েন্ডার পেজ ও রমেশ কৃষ্ণনরা।

এই টাইয়ের নায়ক নিঃসন্দেহে সুমিত নাগাল। ভারতের বর্তমান প্রজন্মের সেরা টেনিস তারকাদের মধ্যে অন্যতম নাগাল নিজের সর্বোচ্চ খেলাটা তুলে ধরলেন সিঙ্গলস ম্যাচে। প্রথম দিনেই দক্ষিণেশ্বর সুরেশ ভারতের হয়ে জিতেছিলেন উদ্বোধনী সিঙ্গলস ম্যাচ। এরপর নাগাল ভারতকে এগিয়ে দেন দ্বিতীয় ম্যাচে জয় এনে দিয়ে। ফলে প্রথম দিন শেষে ভারত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এই লিড ভারতকে ভরসা দেয়, যদিও শনিবার ডাবলসে সুযোগ ছিল সিরিজ পাকা করে দেওয়ার।

ডাবলস জুটিতে নেমেছিলেন এন শ্রীরাম বালাজি ও রিথভিক বোলিপাল্লি। তাঁরা প্রথম সেট জেতার পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেননি। সুইস জুটি জ্যাকুব পল ও ডোমিনিক স্ট্রিকার অভিজ্ঞতা ও শক্তিশালী প্রত্যাবর্তনে শেষ পর্যন্ত ৭-৬ (৩), ৪-৬, ৫-৭-এ হেরে যান ভারতীয়রা।

Continued from previous Page.......



| Shareholders' Category | Shareholding/ voting rights prior to the SPA/ acquisition, Pref Issue and Offer (A) | | Shares/voting rights agreed to be acquired which triggered off the SEBI (SAST) Regulations (B) | | Shares/voting rights to be acquired in Open Offer (assuming full acceptances) (C) | | Shareholding / voting rights after SPA, and Offer (A+B+C) (D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | % | No. of shares | % | No. of shares | % | No. of shares | % |
| **4. Parties to Agreement other than 1(a) & 2 - None** | | | | | | | | |
| **5. Public (other than Parties to Agreement and Acquirer)** | | | | | | | | |
| i. FI / Banks / MFs / FIIs / SFIs | 12,344 | 0.04 | NIL | NIL | 12,344 | 0.04 | NIL | NIL |
| ii. Others | 82,52,598 | 24.98 | NIL | NIL | 82,52,598 | 24.98 | NIL | NIL |
| **Total (5) (a+b)** | **82,64,942** | **25.02** | **NIL** | **NIL** | **82,64,942** | **25.02** | **NIL** | **NIL** |
| **GRAND TOTAL (1+2+3+4+5)** | **3,30,33,000** | **100** | **2,47,68,058** | **74.98** | **82,64,942** | **25.02** | **3,30,33,000** | **100** |

***Notes:***

i. *There are 17,329 shareholders categorised in the 'public category' as per the shareholding pattern with NSE filed for the quarter ending June 30, 2025.*

ii. *As on date of this Letter of Offer, none of the Equity Shares are subject to lock-in.*

(xx) Paragraph 6.20 *(Background of the Acquirer*) on Page 37 of the LoF has been updated as follows:

With respect to the Target Company, Promoters and Directors, following action had been taken by SEBI: SEBI vide its order dated February 08, 2021, passed by whole time member ("SEBI Order"), restrained the Target Company, the promoters and directors (including Mr. S K Somany, Mr. A K Somany, Mr. P Bandopadhyay, Mr. Prafull Anubhai, Mr. Sunil Patel and Whiteview Trading Corporation) of the Target Company from accessing the securities market or otherwise dealing in securities and mutual funds for a period of 3 (three) years and 2 (two years) respectively from the date of the notified order for violation of various provisions of SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations, 2003 (PFUTP) and the SEBI Act, 1992.

Further, the adjudicating officer passed an order dated August 30, 2022 ("AO Order"), imposing penalties on the Target Company, its directors and authorized representative as follows: (i) the penalty imposed on the Target Company is INR 25,00,000/- (Indian Rupees Twenty Five Lakh only); and (ii) the penalty imposed on Mr. S.K. Somany, Mr. A.K. Somany, Mr. P. Bandopadhyay and Mr. Sunil Patel is INR 5,00,000/- (Indian Rupees Five Lakh only) each. (iii) Aggrieved by order(s) passed by SEBI, 3 (three) appeals were filed by the appellants i.e., the Target Company, Mr. S.K. Somany, Mr. A.K. Somany, Mr. P. Bandyopadhyay and Mr. Sunil Patel against the SEBI Order. 3 (three) appeals were filed against the AO Order wherein penalties have been imposed upon them.

On February 22, 2023, the Securities Appellate Tribunal passed the following order ("SAT Order"): (a) reduced the debarment period of the Target Company from 3 (three) years to the period undergone and reduced the penalty levied on the Target Company from INR 25,00,000/- (Indian Rupees Twenty Five Lakh only) to INR 20,00,000/- (Indian Rupees Twenty Lakh only); (b) debarment of Mr. Sunil Patel of 2 years and penalty of Rs. 5,00,000/- has been waived off; and (c) debarment of Mr. S.K. Somany, Mr. A.K. Somany and Mr. P. Bandyopadhyay of 2 years and penalty of INR 5,00,000/- (Indian Rupees Five Lakh only) imposed by AO Order was upheld by SAT.

As on date, Target Company, or promoters or director of Target Company are not restrained/debarred from dealing in securities market.

(xxi) Paragraph 6.24 *(Background of the Acquirer*) on Page 38 of the LoF has been added as follows:

The details of the closing market price of the Target Company on specified dates are set out below:

| S. No. | Particulars | Date | Closing Market Price (in INR) BSE | Closing Market Price (in INR) NSE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Closing price prior to date of PA | 08-07-2025 | 46.35 | 46.52 |
| 2. | Date of PA | 09-07-2025 | 45.01 | 44.91 |
| 3. | Date immediately after the date of PA | 10-07-2025 | 54.01 | 53.89 |
| 4. | Date of DPS | 16-07-2025 | 82.16 | 82.13 |
| 5. | Date of DLOF | 23-07-2025 | 104.83 | 104.80 |

Source: (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com)

7. **Details regarding the status of statutory and other approvals:**

(a) As of the date of the LOF, no statutory approvals and/ or consents are required. However, the offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals as may be required and/ or may subsequently become necessary to acquire at any later date.

(b) The Acquirer may withdraw the Offer in the event that such statutory approvals becoming applicable prior to completion of the Offer are refused or otherwise not received for reasons outside the reasonable control of the Acquirer in terms of Regulation 23(1) of SEBI (SAST) Regulations.

8. **Revised Schedule of Activities:**

The LoF has been updated to include the revised schedule of activities pertaining to the Offer, which are set out below:

| Sr. No. | Activities | Original Schedule of Activities (as disclosed in the DLOF) (Day and Dates #) | Revised Schedule of Activities (Day and Dates) |
|---|---|---|---|
| 1. | Date of Public Announcement | Wednesday, July 09, 2025 | Wednesday, July 09, 2025 |
| 2. | Publication of this Detailed Public Statement in newspapers | Wednesday, July 16, 2025 | Wednesday, July 16, 2025 |
| 3. | Last date of filing of the draft letter of offer with SEBI | Wednesday, July 23, 2025 | Wednesday, July 23, 2025 |
| 4. | Last date for public announcement for competing offer(s)* | Wednesday, August 06, 2025 | Wednesday, August 06, 2025 |
| 5. | Last date for receipt of SEBI observations on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Open Offer) | Wednesday, August 13, 2025 | Friday, August 29, 2025** |
| 6. | Identified Date*** for determining shareholders to whom LOF is being sent | Wednesday, August 13, 2025 | Monday, September 01, 2025 |
| 7. | Last date by which the LOF is to be dispatched to the Public Shareholders whose names appear on the register of members on the Identified Date, and to Stock Exchanges and Target Company and Registrar to issue a dispatch completion certificate | Friday, August 22, 2025 | Wednesday, September 10, 2025 |
| 8. | Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall publish its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer | Wednesday, August 27, 2025 | Friday, September 12, 2025 |
| 9. | Last date for upward revision of the Offer Price / the size of the Open Offer | Thursday, August 28, 2025 | Monday, September 15, 2025 |
| 10. | Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspapers in which the DPS has been published | Thursday, August 28, 2025 | Monday, September 15, 2025 |
| 11. | Date of commencement of the Tendering Period ("**Offer Opening Date**") | Friday, August 29, 2025 | Tuesday, September 16, 2025 |
| 12. | Date of closure of the Tendering Period ("**Offer Closing Date**") | Friday, September 12, 2025 | Monday, September 29, 2025 |
| 13. | Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders | Friday, September 26, 2025 | Monday, October 13, 2025 |
| 14. | Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspapers in which the DPS has been published | Friday, October 03, 2025 | Monday, October 20, 2025 |

\# *The original timelines were indicative (prepared based on the timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of requisite approvals from various statutory/ regulatory authorities (if any) and have to be revised accordingly.*

* *There was no competing offer to the Open Offer by the Acquirer and PACs.*

** *Actual date of receipt of Observations from SEBI.*

*** *Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All Public Shareholders (i.e. holders (registered or unregistered) of Equity Shares of Target Company), except the Acquirer, PACs, the Sellers, the parties to the Share Purchase Agreement, and persons deemed to be acting in concert with the parties to the Share Purchase Agreement are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.*

*Note:*

a. *The dispatch of the LoF has been completed on Tuesday, 09 September 2025.*

b. *Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates.*

9. **Other Information:**

(a) The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement – cum – Corrigendum (other than such information as has been obtained from public sources or provided or relating to and confirmed by the Target Company) and undertakes that he is aware of and will comply with his obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer. The Acquirer will be responsible for ensuring compliance with the applicable SEBI (SAST) Regulations.

(b) All references to "Rs." or "INR" are references to the Indian Rupees.

This Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum is expected to be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in.

**Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer:**

| Manager to the Offer | Registrar to the Offer |
|---|---|
| MEFCOM | MUFG |
| **Mefcom Capital Markets Limited** | **MUFG Intime India Private Limited** |
| | **(Formerly Link Intime India Private Limited)** |
| **Address**: G-III, Ground Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India | **Address**: C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, Maharashtra, India |
| **Tel No.:** +91 (022) 35227026 | **Tel. No.**: +91 810 811 4949 |
| **Email:** stil.openoffer@mefcomcap.in | **Email:** somatextiles.offer@in.mpms.mufg.com |
| **Contact Person**: Sameer Purohit/ Akhil Mohod | **Contact Person**: Shanti Gopalkrishnan |
| **Website:** www.mefcomcap.in | **Website:** www.in.mpms.mufg.com |
| **SEBI Registration No.**: INM000000016 | **SEBI Registration Number**: INR000004058 |
| **Validity Period:** Permanent Registration | **Validity Period:** Permanent Registration |
| **CIN**: L74899DL1985PLC019749 | **CIN**: U67190MH1999PTC118368 |

**Place** : **Mumbai**

**Date** : **September 12, 2025**


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

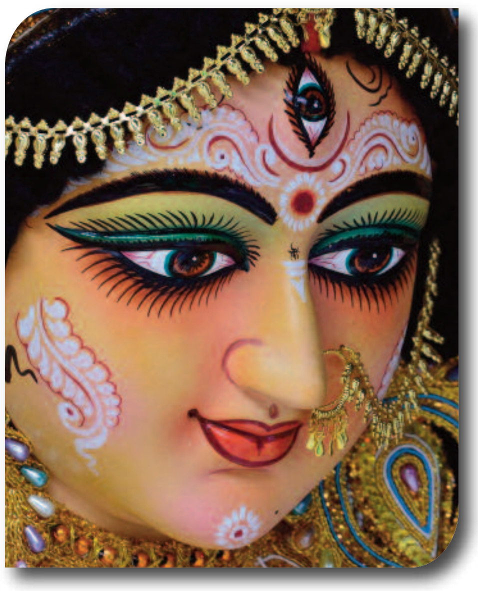

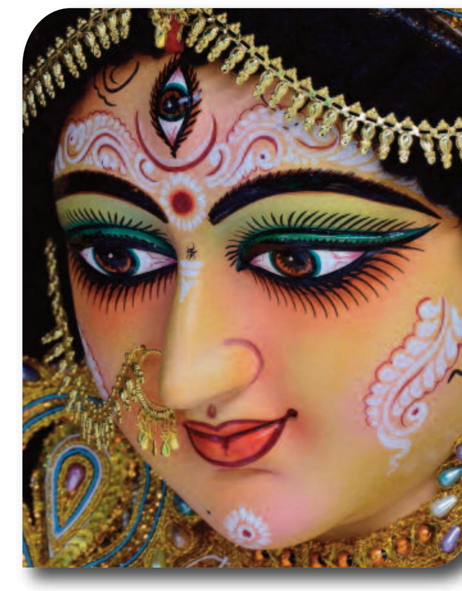

# আরোগ্য

# হেপাটাইটিসের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

জন্ডিস হয়েছে শুনলে লোকে ততটা ঘাবড়ায় না, যতটা হয় হেপাটাইটিস হয়েছে শুনলে। আদতে দু'টি বিষয় খুব আলাল নয়, বরং একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রথমটি আদতে উপসর্গ আর দ্বিতীয়টি হল রোগ। সবচেয়ে কমন ভাইরাল হেপাটাইটিস হলো লিভারের ইনলেমেশন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হেপাটাইটিস এ/বি/সি/ডি/ই ভাইরাসের সংক্রমণের জেরে হয়।

খাবারে অরুচি, ক্লান্তি আর গাঁটে গাঁটে বাথা বাড়ছিল শুদ্র সেনগুপ্তের। ওজনও কমছিল। শেষে রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ে, হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত তিনি। চিকিৎসক ও রোগী, কেউ-ই বুঝে উঠতে পারেনি, কোথা থেকে হলো সংক্রমণ।

বছর প্যাতাল্লিশের অপ্রতিম সিনহার আবার কোনও উপসর্গই ছিল না। ফলে চিকিৎসকের দ্বারস্থও হননি কখনও। আচমাল্লা রোজ বমি আর পেট ব্যথা শুরুর পর যখন জাতবার দেখালেন, বোঝা গেল, ততদিনে তিনি লিভার সিরোসিসের শিকার। রক্তপরীক্ষায় বোঝা গিয়েছিল, বহু আগেই হেপাটাইটিস সি ভাইরাস বাবা বলিয়েছে শরীরে। কিন্তু কোথা থেকে এলো সে জীবাণু। ভেবে পাননি।

রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। রক্ত সঞ্চালন ও সিরিঞ্জে করে ড্রাগ নেওয়ার অভ্যাসই এ সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তবে ওঁরা কখনও রক্ত নেননি। ড্রাগের আসক্তিও নেই। তা-ও কী করে শুভ্র-অপ্রতিমের রক্তে এল এই ভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন, ৬০-৮০ु ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে জানাই যায় না, সংক্রমণটা হলো কোথা থেকে। রোগীর সঙ্গে বিস্তর কথাবার্তার পর চিকিৎসকদের যদিও সন্দেহ, সেলুন থেকেই নির্ঘাত এঁদের শরীরে অজান্তে সেঁধিয়ে গিয়েছে ওই ভাইরাস। এবং তা রেজার অথবা সেভিং ব্রাশের মাধ্যমেই।

কেননা, এইচআইভি-কে যেমন ঠেকানো সম্ভব নিছক ব্লেড বদলে নিয়েই, হেপাটাইটিস বি কিংবা সি-র জীবাণু থেকে কিক রেহাই মেলে না এও সহজে। তার জন্য দরকার যথাযথ সৌরিল্যামেশন। তাই আজ, রবিবার বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রাক্কালে চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন, সেলুনে দাড়ি কামানোর সময়েও শরীরে অতর্কিতে হানা দিতেই পারে বি/ সি ভাইরাস।

এসএসকেএমের হেপাটোলজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান চিকিৎসক, প্রবীণ লিভাররোগ বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, 'সেলুন থেকে দেদার ছড়ায় হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস। এ নিয়ে বিদেশে সমীক্ষা-গবেষণাও রয়েছে।' কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজির শিক্ষক-চিকিৎসক সৌভিক ঘোষও সাবধান করছেন, এইচআইভি-র তুলনায় হেপাটাইটিস সি ১০ গুণ বেশি ও হেপাটাইটিস বি ১০০ গুণ বেশি সংক্রামক। এই অনুপাত স্বাভাবিক অঙ্কের নিয়মেই সেলুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ চিকিৎসকের কথায়, 'এইচআইডি-র সংক্রমণ যে সেলুন থেকে ছড়াতে পরে, তা নিয়ে বিস্তর প্রচার হয়েছে। ফলে লোকে সচেতন। কিন্তু হেপাটাইটিস বি ও সি-এর ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা যে ঢের বেশি, তা নিয়ে তেমন প্রচার না হওয়ায় এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিংবা সেলুন, কারও কোনও ধারণা তৈরি হয়নি।' তিনি মনে করেন, রক্ত সঞ্চানন, সিরিজের পুনর্ব্যবহার প্রভৃতির পাশাপাশি সচেতনতা প্রচারে একই রকম জোর সেলুনের বিষয়েও দেওয়া প্রয়োজন।

একমত প্রবীণ গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোললিস্ট মহেশ গোয়েঙ্কাও। তাঁর মতে, নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং সংক্রমণের আগেই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। মহেশের অভিজ্ঞতা, দুই সংক্রমণই বেড়ে চলেছে কলকাতায়। মোট জনসংখ্যার ৪ु হেপাটাইটিস বি এবং ০.৮ु সি ভাইরাসের শিকার। তাঁর আক্ষেপ লোকে জানে না যে হেপাটাইটিস বি টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য, কিন্তু সংক্রমিত হয়ে গেলে আর সারে না, সারা জীবন ক্যারিয়ার হয়েই কাটাতে হয়। আবার হেপাটাইটিস সি-কে ঠেকানোর রাজা বিজ্ঞানে প্রধেয়া হলেও এই সংক্রমণকে কিন্তু ওষুধে বন্ধ করা সম্ভব।

কীভাবে সেলুন থেকে ছড়াতে পারে এই সংক্রমণ। মেডিক্যালের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সৌভিক বলেন, 'সংক্রমিত ব্যক্তির রক্তের কণা ব্লেডের পাশাপাশি রেজার ও রাশেও লেগে থাকে। কিন্তু এইচআইডি-র জীবাণু যেহেতু শরীরে বাইরে ৫-১০ মিনিটের বেশি বাঁচে না, তাই এইচআইডি-কে ঠেকাতে স্রেফ ব্লেওয়া বদলে নিলেই চলে। অথচ হেপাটাইটিস বি যা সি ভাইরাস শরীরের বাইরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তাই শুধু ব্লেড বদলে লাভ হয় না।' তিনি জানান, কলের জলে ধুয়ে নিলেও সে জীবাণু ব্রাশে, রেআরে থেকে যায়। কী করলে হেপাটাইটিস বি ও সি ওহিরাস থেকেও মুক্ত করা সম্ভব রেজার ও ব্রাশকে? মাইক্রোবায়োলজি বিশেষজ্ঞ সৌগত যোয জানাচ্ছেন, একমাত্র ফুটন্ত জলে অন্তত ৫-১০ মিনিট রাখলে মরে জীবাণু (অন্যথায় সহজেই তা অপর ব্যক্তির দাড়ি কামানোর সময়ে ঢুকে পড়তে পারে শরীরে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে যেহেতু রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র ২০ु ক্ষেত্রে, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী নিজেও জানতে পারেন না তাঁর রোগ সম্পর্কে। এবং এই অজ্ঞতাই সংক্রমণটা ছড়াতে সাহায্য করে।

## হেপাটাইটিস-এ

সাধারণত জন্ডিস বলতে মানুষ যা বোঝে, আদতে তা এই রোগটাই। সংক্রমিত জল ও খাবারের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির মল থেকে জলে মিশে এ রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগার ইত্যাদির অভাবে এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। মূলত ছোটরাই এই ভাইরাসের সংক্রমণের শিকার হয়। জন্ডিস এই রোগের মূল উপসর্গ। তবে কিছুদিন পরে এই সংক্রমণ সেরে যায়। তার পর লিভারও সেরে ওঠে ধীরে ধীরে। গড়ে ওঠে ইমিউনিটি। প্রতিষেধকের মাধ্যমে এই সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব। হেপাটাইটিস-সি

সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত ও দেহরসের মাধ্যমে এই ভাইরাস অন্যের শরীরে ঢোকে। উপসর্গ টের পাওয়া মুশকিল। অসুরক্ষিত রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার কারণে রক্ত বা রক্ত উপাদান থেকে তেমন এ রোগে ছড়ায়, তেমনই আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ব্যবহৃত ব্রেড, সূচ, টুথব্রাশ থেকেও অন্যেরা সংক্রমিত হয়। সংখ্যায় কম হলেও মায়ের শরীর থেকে গর্ভস্থ ভণের শরীরে এবং যৌন সংসর্গের মাধ্যমেও সংক্রমণ ছড়ায়।

এধবার শরীরে ঢুকলে এই জীবাণুকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায় না, নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় মাত্র। আক্রান্ত সুস্থ হয়ে ওঠেন বটে, তবে স্থায়ী ভাবে তিনি বাহক হয়ে যান এই ভাইরাসের। জনসংখ্যার ২ु মানুষ এ রোগের বাহক। তবে তাঁদের মধ্যে ২০ु মানুষই রোগে আক্রান্ত হন। যথাযথ চিকিৎসা না-হলে এই সংক্রমণ থেকে নিলভারের ফাইব্রোসিস, সিরোসি ইত্যাদি হতে পারে। তবে প্রতিষেধক নেওয়া থাকলে এ রোগ ঠেকানো যায়।

## হেপাটাইটিস-সি

বি এর মতোই রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় এই ভাইরাস। কিন্তু উপসর্গ টেরই পাওয়া যায় না। বরং সি ভাইরাসের সংক্রমণ নিঃশব্দে লিভারের স্থায়ী ক্ষতি করে চলে। সময়ে ধরা না-পয়লে

সি-এক সংক্রমণে লিভারের সিরোসিস, এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া, অরুচি, গাঁটে ব্যথা ইত্যাদির মতো ছোটখাটো উপসর্গ সচেতনতার অভাবে মানুষ অবজ্ঞা করেন। ফলে সমস্যা জটিল আকার নেয়। তবে যথাযথ সময়োচিত চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। জনসংখ্যার ১ु মানুষ এই রোগের শিকার। এই সংক্রমণের কোনও প্রতিষেধক নেই।

## হেপাটাইটিস ডি

এই সংক্রমণ কখনও একা হানা দেয় না। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের সঙ্গে দোসর হয়ে ঢোকে শরীরে। জোড়া সংক্রমণের জেরে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে তখন।

বি-এর চিকিৎসাই এই সংক্রমণের মূল চিকিৎসা। হেপাটাইটিস-বি টিকা নিয়ে নিলে এই ডি-কেও ঠেকানো যায়। হেপাটাইটিস-ই

আমজনতার চোখে মামুলি জন্ডিস যেটা, আদতে সেটাই ই ভাইরাসের সংক্রমণ। এটাও অল ও খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। উপসর্গও একাই।

*লেখক: এম.ডি. (হোমিও), আন্তর্জাতিক সভাপতি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি*

# 'পারাপার': প্রকৃতির সঙ্গে পুনঃসংযোগের আহ্বান পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের পুজোয়

**শুভাশিস বিশ্বাস**

বাংলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ধরা হয় কলকাতাকেই। আর এই কলকাতার সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে কত ভিন্ন ধরনের ঘটনা। সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আদি গঙ্গা আর হুগলি নদীর নামও। হুগলিও পরিচিত গঙ্গা নদী হিসেবেই। দুই গঙ্গার মধ্যে কে বয়সে বড়, কে কার চেয়ে পরে এসেছে তা নিয়েও। কলকাতার পুরোনো ছবি যেসব বিদেশি চিত্রকররা এঁকেছেন সেখানে নজরে এসেছে গঙ্গার অকুলান স্রোত। কালীঘাটের গায়ে যে আদিগঙ্গা, সে পথেই আসতেন তীর্থযাত্রীরা। গোবিন্দপুর গড়িয়া বারুইপুর শাসন রাজপুর জয়নগরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা এক খরস্রোতা স্ফীত নদী। এই আদি গঙ্গা খিদিরপুরে দইঘাটের কাছ থেকে বাঁ দিকে ঢুকে পড়ে আলিপুর ব্রিজের তলা দিয়ে, মেট্রো রেলের লাইন ধরে আজকের কামালগাজি হয়ে বারুইপুর শাসন কীর্তনখোলা, সূর্যপুরের খাল পেরিয়ে ঢোসার খাল অবধি দেখতে পাওয়া যায়। এই শাখানদীটির গুরুত্ব কলকাতা জনজীবনে য়ে যথেষ্ট ছিল তা নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। এক সময়ে এর তীরবর্তী অনেকখানি জায়গা যখন সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল, তার অন্যতম সেচখাল এবং নিকাশিপথ ছিল এই নদী। ছিল গড়িয়া সোনারপুর বারুইপুর শাসন কীর্তনখোলা জয়নগরের মতো কৃষিসম্পন্ন জনপদের অস্তিত্ব। অনেকের মতে এক সময়ে এটিই ছিল গঙ্গানদীর আদি গমনপথ। স্বাভাবিক প্রয়োজনেই এই কৃষিসমৃদ্ধ জনপদগুলি থেকে নিয়মিত যাতায়াত হতো ছোট বড় নৌকার সাহায্যে। এই নদী-তীরবর্তী এলাকার সামাজিক গুরুত্বও কম নয়। শহর কলকাতার চেয়ে বেশ পুরনো কালীঘাট মন্দিরের গা বেয়ে আসাই কেবল নয়, বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্য অনুযায়ী এটাই ছিল চাঁদ সদাগরের সাগরযাত্রার বাণিজ্যপথ। এই নদীর তীরেই চেতলা। চালের আমদানি রপ্তানির জন্যে শয়ে শয়ে নৌকা জমা হত সেখানে। আবার শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রাতেও রয়ে গেছে এই নদীর কথা। আদিগঙ্গার তীরে একজায়গায় তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অবস্থান করেছিলেন কিছুকাল। সেই জায়গাই আজ পরিচিত বৈষ্ণবঘাটা নামে। চণ্ডীমঙ্গলেও আদিগঙ্গার স্রোতের কথা জানা যায়। ইংরেজ আমলের টালির নালা ও টলিগঞ্জ, এই দুই জায়গাই স্রোতস্বিনী আদিগঙ্গার পরিচয় বহন করে। এত যে প্রবাহিনী নদী কলকাতাকে ঘিরে ছিল, কীভাবে তা যেন মুছে গেল সময়ের কালে। আর গঙ্গা বলতে আমাদের কাছে রয়ে গেল হুগলি নদী।*

স্বাধীনতার কিছু পর থেকে দেশের অন্য জলধারাসমূহের মতো এই ধারাটিরও ভুল ব্যবহার শুরু হয়। যেই প্রাচীন জলধারা শহরাঞ্চলের সমস্ত জল নিয়ে সুন্দরবন দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ত, দীর্ঘ অবহেলায় ক্রমশ স্রোত হারিয়ে তা বদ্ধজলের দূষিত আধার। তবু তার প্রাণ ছিল। ২০০২ সাল পর্যন্ত জোয়ারের জল ঢুকত। রাসবিহারী মোড়ে অমাবস্যায় রাস্তা স্তাডোবানো জল এখনও অনেকেরই স্মৃতিতে জীবন্ত। কিন্তু প্রতিদিন জোয়ারের সঙ্গে আসা

বিপুল বালির যে স্তূপ নদীখাতকে ভরে দিচ্ছিল তা সরাবার স্রোতক্ষমতা বহুকাল ধরেই নদীর আর ছিল না। ফলে সময়ের সঙ্গে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ হয়েছে ব্যাহত। সঙ্গে যোগ হয়েছে দু'পাশে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া, বালি অপসারণ না করার মতো ঘটনা। এরপর আদিগঙ্গার স্রোতবিহীন জলধারাকে অবরুদ্ধ করার কাজটি সম্পূর্ণ হয় কলকাতা মেট্রোর টালিগঞ্জ পরবর্তী মাটির উপর দিয়ে যাওয়ার অংশ তৈরির সময়। অসংখ্য পরিবেশকর্মী, ভূতত্ত্ববিদ, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এবং সাধারণ লোকজনের বার বার আপত্তি সত্ত্বেও এই দুর্বল কিন্তু জীবন্ত নদীটির খাতের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয় ৩০০টি কংক্রিট স্তম্ভ। সে সব স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় জলে ভেসে আসা মাটি ও যাবতীয় কঠিন বর্জ্যের সংগ্রহশালা। আগে থেকেই এলাকার সমস্ত পূর্ত তরল বর্জ্য ঢালা হত এই নদীতেই। ফলে বর্তমানে তা শুধু পুর আবর্জনার পাহাড়ের রূপান্তরিত। আদি গঙ্গার প্রবাহকে স্তব্ধ করে হয়তো মানুষের জীবনে গতি এসেছে মেট্রোর হাত ধরে কিন্তু এর বিপরীতে বহু মানুষের জীবিকা হয়েছে স্তব্ধ।

আদি গঙ্গার এই রূপ বদলের ছবির সঙ্গে সাধারণের জীবাযাত্রায় যে পরিবর্তন এসেছে তা তুলে ধরা হচ্ছে ৭৯ তম বর্ষে পা রাখা পূর্ব কলকাতার দুর্গাপুজোয়। থিমের শীর্ষক 'পারাপার'।বিষয় ভাবনায় শানু হালদার ও বিট্টু দাস। পুজো মণ্ডপে পুরনো কলকাতার* ছবির পাশাপাশি বর্তমান কলকাতার ছবিও তুলে ধরা হবে দু'টি মুরালে। মেট্রো যে আদি গঙ্গার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতেছে তা তুলে ধরা হচ্ছে মেট্রোর সেই কংক্রিটের স্তম্ভ রচনায়। আর এই দুই স্তম্ভের মধ্যে গিয়ে আটকেছে এক নৌকা। জীবনের গতির থমেক যাওয়ার এক প্রতীক মাত্র। পুজো মণ্ডপে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সাবেকি আর আর্টের এক অনন্য মিশেলে। রূপদান করছেন শিল্পী শ্রেয়া মজুমদার। থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে নৌকার 'ছই'-এর আদলে। দায়িত্বে বিবেকানন্দ ডেকরেটর্স। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এবার পুজো প্রাঙ্গন আলোকিত হবে এক 'নরম' আলোয়। ঠিক যেমনটি ছিল পুরনো কলকাতায়। আলোর দায়িত্বে সৌরভ সান্যাল আর আবহে দীপাংশু লোধ। ২০২৫-এ পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপে পা রাখলে এক ধাক্কায় আপনাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে চৈতন্য বা চৈতন্য পরবর্তী যুগের কোনও এক সময়ে। সব মিলিয়ে এই 'পারাপার' শুধু এক নদীর পার হওয়া নয়, -এ এক আধ্যাত্মিক যাত্রা। প্রকৃতির সঙ্গে পুনঃসংযোগের আহ্বান। একইসঙ্গে মা দুর্গার কাছে পুজো উদ্যোক্তাদের আকুতি মানবজীবনে ভারসাম্যের এক পুনঃপ্রতিষ্ঠার। কারণ, তিনি যে অসুর দলনী, অশুভ শক্তির বিনাশিনী।

# দূর অজানায় এবার পুজোয় ট্র্যাভেল সঙ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার পুজোর ছুটিতে গানে, গানে পাহাড় ভ্রমণ এর সুযোগ। বাংলায় ট্র্যাভেল সঙ ক্ষ্মদূর অজানায়ক্ষ্মনিয়ে এল দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি, নিবেদনে খুকুমণি সিঁদুর ও আলতা। গানের শিল্পী অন্তরা চৌধুরী। সুদীপ্ত চন্দের কথা ও সুরে, সঙ্গীত আয়োজন করেছেন সৌম্য দাশগুপ্ত। ২৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ডে, সেই উপলক্ষে সম্প্রতি চ্যাপ্টর টু-তে এই গানের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবজ্যোতি মিশ্র, পন্ডিত প্রদ্যুৎ মুখে।পাধ্যায়, অন্তরা চৌধুরী, সৌম্য দাশগুপ্ত, সুদীপ্ত চন্দ, রণদীপ মুখ।র্জি, নীলাঞ্জন সাহা, খুকুমণি আলতা ও সিঁদুর এর পক্ষে রিয়া রায় চৌধুরী, দুর্বা রায় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন দেবাশীষ বসু। বাংলা গানে ট্র্যাভেল সঙ করোনা কাল থেকে তৈরি করে আসছেন সুদীপ্ত চন্দ। গানের শুটিং হয়েছে যোগী ঘাটে। গানের মিউজিক ভিডিওতে সুদীপ্ত চন্দের সঙ্গে আছেন নীলাঞ্জন সাহা।


## বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে প্রচারের অগ্রনী ভূমিকায় বিতান

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাজুড়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে চলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিতান। পূর্ব ভারতের দুই রাজ্যে বাল্য বিবাহ একটি বড় সমস্যা। কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে নানান সমস্যা তৈরি হয়। বাল্য বিবাহ দূর করতে বিতান সংস্থার তরফে লাগাতার প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদ ও কালীঘাট মন্দিরে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছিল। এই প্রচার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল পুরোহিত ও মৌলবীদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে সচেতন করা। মৌলবী ও পুরোহিতরা জানিয়েছেন তারা নিজেরা আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে অল্প বয়সীদের বিয়ে দেবেন না এবং অন্যান্যদের আহ্বান জানাবেন যাতে তারা এই কাজ থেকে বিরত থাকেন। তারা এও জানান, যদি কোন বাল্য বিবাহের খবর পান অবশ্যই স্থানীয় প্রশাসনকে জানাবেন।

Advt.